ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 January, 2023 ■ আগরতলা ১ জানুয়ারী, ২০২৩ইং ■ ১৫পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত শিশুরা। শনিবার ধর্মনগরে তোলা নিজস্ব ছবি।

মিশন মুডে কাজ চলছে, নির্বাচন অবাধ করতে সিইওি, মুখ্যসচিব ও ডিজিপির বৈঠকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠ ও অবাধভাবে সম্পন্ন করা এবং রাজ্যে সর্বোচ্চ ভোটদানের যে ঐতিহ্য রয়েছে তা বজায় রাখার লক্ষ্যে রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের উদ্যোগে আজ 'মিশন জিরো পোল ভায়োলেন্স' ও 'মিশন ৯২৯' চালু হয়েছে। বিকালে প্র'ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এই দুটি মিশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

এই দুটি মিশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, রাজ্যে ভোট মানে উৎসব। একে উৎসবের আকারেই দেখতে হবে। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার এটাই যথাযথ সময়। ভোটের কাজে যেসমস্ত আধিকারিকগণ যুক্ত রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য করে মুখ্যসচিব বলেন, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার মহান দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। নিজেদের অভি'তাকে কাজে লাগিয়ে আসন্ন বিধানসভা

নির্বাচন সুষ্ঠ ও অবাধভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশা প্রকাশ করে মুখ্যসচিব বলেন, সম্পর্ণ নিরপেক্ষভাবে আধিকারিকদের এই সময়ে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি অমিতাভ রঞ্জন বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমস্ত ভোটাররাই যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করা হবে। সম্পর্ণ ভয়মুক্ত পরিবেশে যাতে গণদেবতারা তাদের রায় জানাতে পারেন সেজন্য সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাবাহিনীর কোন সমস্যা হবেনা বলে উল্লেখ করে ডিজিপি বলেন, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় রোড পেট্রোলিং শুরু হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নিয়মিত অভিযান চালানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে বন্য হাতির তান্ডব, চারটি বাড়ি তছনছ, বন দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩১ ডিসেম্বর।। কল্যাণপুরে রাতের আঁধারে বন্য হাতির আক্রমণ এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। বন্য হাতির তাণ্ডবে দিশেহারা কল্যাণপুর বনদপ্তর আওতাধীন দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগবের গ্রামের মানুষ। গ্রামের মানুষ অভিযোগ করে জানায় অন্যান্য দিনের মতো গতকাল রাত আনুমানিক ২ টা নাগাদ হাতির দল তাণ্ডব লীলা চালায়। চারটি বাড়িতে তান্ডব লীলা চালিয়ে ধান চাল সহ বিভিন্ন জিনিস নষ্ট করে যায় বন্য হাতির দল।

গতকাল রাতে চারটি বাড়ি তথা হর কুমার দাস, বিলাসী দাস,পরেশ দাস এবং নিরঞ্জন দাসের বাড়িতে তাণ্ডব লীলা চালায় বলে অভিযোগ। তারা অভিযোগ করে জানায় বন্য হাতির দল যখন আসে তখন বনদপ্তরকে খবর দিলেও অনেক সময়ের পর তাদের আগমন হয়। কোন সময় আবার বনদপ্তরের কর্মীরা বাজি ফটকা ফাটান। তারা অভিযোগ করে জানায় যাতে সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়। যদি না পাওয়া যায় তাহলে এমনি মরে যাবে। অনেকেই অভিযোগ করে জানায় হাতির তাণ্ডব থেকে বাঁচার জন্য এলাকার মানুষদের আগে মারতে হবে তারপর বন্য হাতিদের।

অন্যদিকে বনদপ্তরের ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ ফিরোজ খান জানান বনদস্যুরা বনের গাছপালা কেটে দেওয়ার ফলে হাতিরা খাওয়ার জন্য লোকালয়ে এসে পড়ে। মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা তারাও জানেন। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে কল্যাণপুরের বনদপ্তর। এদিকে এলাকার ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, আর কত হাতির আক্রমণ। এখন আর সহ্য হয় না। এরকমভাবে ঘর থেকে ধান নিয়ে গেলে কার সহ্য হবে বলুন তো। অনেক কষ্ট করে রোদ ঘাম মাথায় নিয়েই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিতে চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। বিনা চিকিৎসায় এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শনিবার সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় জিবি হাসপাতালে। অন্য কোন রোগীর সাথে যাতে এই ঘটনা না ঘটে তার জন্য ঘটনার তদন্ত করে দায়িত্ব প্রাপ্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানান।

বিনা চিকিৎসায় এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শনিবার সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় জিবি হাসপাতালে। অভিযোগ সঠিক চিকিৎসা প্রদান না করায় মৃত্যু হয় মেলাঘর থানাধীন জগন্নাথ বাড়ির বাসিন্দা বিমল লস্করের। এই ক্ষেত্রে জিবি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন মৃতার পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নীরমহলে রণক্ষেত্র, পিকনিক পার্টিকে সশস্ত্র হামলা স্থানীয়দের, গুরুতর চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। রাজ্যের ঐতিহ্য মেলাঘরের নীরমহল। এই নির্মহলে গোটা রাজ্য থেকে মানুষ পিকনিক করতে এখানে আসে এর মূল উদ্দেশ্য আনন্দ উপভোগ করা। কিন্তু এখানে এসে প্রতিনিয়ত কিছু উশৃঙ্খল যুবকদের দ্বারা হেনস্তার শিকার হতে হয় অসংখ্য পর্যটকদের। গত বছরও এই নির্মহলে এসে আগরতলার এক মহিলা হেনস্তার শিকার হয়েছিল।গোটা রাজ্যজুড়ে এর প্রতিবাদ করেছিল স্থানীয় জনতা। এমনই আরেকটি ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটলো শুক্রবার বিকালে। এই দিনেও মেলাঘর এলাকার কিছু উশৃংখল স্থানীয় যুবকদের হাতে মার খেতে হল পিকনিকে আসা বিশ্রামগঞ্জ এর চার যুবককে।

জানা যায় ঘটনার সূত্রপাত সৃষ্টি হয় সাউন্ড বক্সের ভলিউম বাড়াকে কেন্দ্র করে।শুক্রবার বিশ্রামগঞ্জ থেকে ২০ থেকে ২২ জন বনভোজন করার উদ্দেশ্যে মেলাঘরের নিরমহলে পিকনিক করার জন্য আসে।পিকনিকে আসার পর বিকাল ৩ টার সময় মেলাঘর দেবনগরের বাসিন্দা সত্যবান এর ছেলে রাজু দাস ও কৃষ্ণ দাস বিহারের একজন মেলাঘরে বসবাসরত কইলাস নামে এক ব্যক্তি এবং তাদের সঙ্গে থাকা সাঙ্গ পাঙ্গরা মিলে বিশ্রামগঞ্জ থেকে আগত পিকনিকের পার্টির লোকেরা বক্স বাজিয়ে আনন্দ করতে থাকে।

ঠিক সেই সময়ে মেলাঘর দেব নগরের রাজু দাস ও তার ভাই কৃষ্ণ দাস এবং বিহার থেকে আগত মেলাঘরে বসবাসকারী কৈলাস সহ পিকনিক পার্টির উপর কিছু না বুঝার আগে আক্রমণ করতে থাকে।কারণ বিশ্রামগঞ্জ থেকে আগত পিকনিকের লোকজনেরা বক্সের সাউন্ড কেন বাড়ালো এই কথা বলে তাদের উপর আক্রমণ করতে থাকে।কিল,ঘুসি, লাথি রড দিয়ে মারতে শুরু করে।এতে বিশ্রামগঞ্জ এর পিকনিকের লোকজনদের মধ্যে চার জন যুবক গুরুতরভাবে আহত হন।

ঘটনা স্থলে মুহুর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।খবর দেওয়া হয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ ইংরেজী নতুন বছরের সূচনা ব্যাপক উদ্দীপনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। আগামীকাল ১লা জানুয়ারী ২০২৩, ইংরেজী নতুন বছর। বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণে মেতে উঠছে গোটা বিশ্ব। পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরাতেও ৩১ ডিসেম্বর রাতে বর্ষবিদায়ের আনন্দে নানা জায়গায় পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে। আগামীকাল রবিবার ইংরেজী নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত রাজ্যবাসী। রাজ্যের বিভিন্ন পিকনিক স্পটগুলিতে পিকনিক পার্টির ব্যাপক তৎপরতা থাকবে। তাই পুলিশের তরফে কঠোর নিরাপত্তা ও নজরদারী রাখছে পুলিশ।

আশা কর্মীদের জন্য আসছে সুখবর, ইঙ্গিত সাংসদ বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। নতুন বছরে নতুন আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন আশাকর্মী ও ফেসিলিটেটররা। খুব শীঘ্রই তাঁদের জন্য সুখবর আসতে চলেছে। বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ আয়োজিত অল ত্রিপুরা আশা ফেসিলিটেটর অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা আশাকর্মী সংঘের সাংগঠনিক সভায় এমনটাই ইঙ্গিত দিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লবকুমার দেব।

আগরতলা টাউন হল-এ আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অবশেষে আশাকর্মীদের মঞ্চের উপর ডেকে বসান বিপ্লব দেব। তার পরও যেন একপ্রকার রেকর্ড তৈরি করে হল-এর বাইরে ছিল প্রায় সম পরিমান ভিড়। মুখ্যমন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করার পরও বিপ্লবকুমার দেবের জনপ্রিয়তা যে দিন দিন আরও ঊর্ধমুখী তা আজকের অনুষ্ঠান আবারও প্রমাণিত।

আজ তাঁদের প্রশংসায় বিপ্লব দেব অকপটে বলেন, এই দিদিরাই ভাবী প্রজন্মের ভবিষ্যত নির্মাতা। তাঁদের প্রত্যাশা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনাধীনন

সাংসদ দেব বলেন, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মহিলা অপরাধ থেকে শুরু করে অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কোনও ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক রং বিচার না করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির সাথে জোটে যেতে চায় রিপাবলিকান পার্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সাতটি আসনে বিজেপির সাথে জোট হয়ে লড়তে চাইছে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান এ কথা জানান রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রদেশ কমিটির সভাপতি সত্যজিৎ দাস। তিনি আরো জানান বিজেপির সাথে মহারাষ্ট্রে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিবি ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ২২৭৫ কোটি টাকার বিদ্যুৎ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ডিস্ট্রিবিউশন, জেনারেশন এবং পরিকাঠামো ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গতকাল এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি) ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ২২৭৫ কোটির টাকার বিদ্যুৎ প্রকল্পের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ সুরক্ষা, গুণগতমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ সহ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে। শনিবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তাঁর কথায়, এই প্রকল্পে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ১৮২০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হবে এবং ৪৫৫ কোটি টাকা ত্রিপুরা সরকার সরাসরি বিনিয়োগ করবে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এত বড় প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর ত্রিপুরা ও রাজ্যবাসীর জন্য অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক মুহুর্ত, দাবি করেন তিনি। শুধু তাই নয় ত্রিপুরায় কোন প্রকল্পের পরিকাঠামোর উন্নয়নে এত বড় বিনিয়োগ আগে কখনো হয়নি বলে উপমুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এদিন তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এতবড় প্রকল্প নববর্ষের আগে রাজ্যবাসীর জন্য নিশ্চয়ই একটি বড় উপহার। এরজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রককে ধন্যবাদ জানান উপমুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের উন্নয়নে এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষে বিদ্যুৎ দফতরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন টিওয়াইএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। শনিবার পাঁচ দফা দাবি নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে টি ওয়াই এফ এবং টি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটি। এদিন ৬ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা ভবনে গিয়ে অধিকর্তার কাছে তাদের দাবি সনদ তুলে দেন।

টি ওয়াই এফ-র সাধারণ সম্পাদক কুমুদ দেববর্মা জানান এস টি জি টি এবং এস টি পি জি -তে থাকা শূণ্য পদগুলিতে সংরক্ষিত হিসাবে থাকা তপশিলি জাতী ভুক্তদের নিয়োগ করা, সংরক্ষিত পদ গুলি পুরনের জন্য নতুন পদের সৃষ্টি করা, সমস্ত সরকারী, বেসরকারি স্কুল এবং কলেজ গুলিতে ককবরক ভাষা চালু করা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ সহ পাঁচ দাবিতে এই ডেপুটেশন প্রদান। ৬ হাজার শুন্যপদ থাকার পরেও শিক্ষা দপ্তর কেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একত্রে নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ এসটিজিটি উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীরা

৩ জানুয়ারী ফের মহাকরণ অভিযান ১০৩২৩ এর জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। আবারও চাকুরীর দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়লেন এসটিজিটি উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীরা। তাঁদের প্রতিনিধি দলকে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, একত্রে নিয়োগের বিষয়ে অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবেন।

একত্রে নিয়োগের দাবিতে গত কয়েক মাস যাবৎ মুখ্যমন্ত্রী থেকে অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সহ অন্যন্য মন্ত্রীর দরজায় দরজায় ঘুরছেন এসটিজিটি উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীরা। কিন্তু তাঁদের দাবি পূরণে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। তাই তারা বছরের অন্তিম দিনে শনিবার একত্রে নিয়োগের দাবিতে ফের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে সামনে জড়ো হয়েছিলেন। পরবতী সময়ে সরকারি বাসভবনে তাদের এক

প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন।

এদিন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একত্রে নিয়োগের দাবি পূরণের জন্য অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বক্তব্য শুনেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে অর্থ মন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে, এসটিজিটি উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীদের প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

এদিকে, আগামী ৩ জানুয়ারী মহাকরণ অভিযানের ডাক দিল ১০৩২৩-র সমস্ত সংগঠন গুলি। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান নেতৃত্বরা। গত ২৬ শে ডিসেম্বর ১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠন গুলি একত্রে বসে একটি সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। তবে তার আগে মহাকরণ অভিযান সংঘটিত করে ১০৩২৩ জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। এরপর মুখ্যমন্ত্রী তাদের আইনজ্ঞদের সঙ্গে প্রথম দফার বৈঠকে মিলিত হন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৮১ ▫ ১ জানুয়ারি ২০২৩ইং ▫ ১৬ পৌষ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

হ্যাপি নিউ ইয়ার/স্বাগত ২০২৩

ক্যালেন্ডারের পাতায় বছর আসে বছর যায়, থাকিয়া যায় শুধুই স্মৃতি। কিছু স্মৃতি, কিছু প্রাপ্তি এমনও থাকে যে কারণে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকে। ২০২২ সালকে জানিয়েই ২০২৩ সালকে নতুন করিয়া বরণ করিয়া নেবারপালা। খারাপ ও ভালো স্মৃতিকে পাথেয় করিয়াই তো জীবনে এগিয়ে চলা। শেষ হইল আরও একটি বছর। গোটা বিশ্বে ২০২২ সালকে পিছনে ফেফেলিয়া ২০২৩ সালকে স্বাগত জানানোর কাউন্টডাউনে উল্লাসিত আবাল বৃদ্ধ বনিতারা। গত বছরের সাফল্য, দুঃখ, গ্লানি থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এক গুচ্ছ স্বপ্ন ও আশা নিয়া ইতিমধ্যে নিউ ইয়ার রেজোলিউশন তৈরী করিয়াছেন অনেকেই। এই শুভ মুহূর্তে আমাদের কামনা এটাই যে পয়লা জানুয়ারির দিনটাকে সবাই পরিবার ও বন্ধুদের নিয়া একসাথে আনন্দের সহিত উৎযাপিত করিবেন। রইল নতুন বছরের শুভেচ্ছা। রাত ১২ টা কখন বাজিবে এই আশায় সবাই ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়া থাকেন।কেননা প্রিয়জনদের সবার প্রথমে নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা জানাইতে হইবে।হাঁসি-কান্না, সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেলো এই ২০২২ সাল এবং সূচনা হইল কিছু নতুন স্বপ্ন ও নতুন লক্ষ্য নিয়া জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের। নতুন বছরটাকে আনন্দ, উৎসাহ ও সফলতায় ভরপুর রাখিবার জন্য সকলেই বছরের এই প্রথম দিনটাকে বিশেষ আনন্দের সাথে উদযাপন করিবার সাথে সাথে বন্ধু-বান্ধব ও পরিজনদের আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাইয়া থাকি।বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনদের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। একথা বলিতে দ্বিধা নাই বাঙালিরাও এখন বাংলা নববর্ষের চাইতে ইংরেজি নববর্ষকেই প্রাধান্য দিয়া হৈ-হুল্লোড় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। ইহার মূল কারণ হইল বিশ্বব্যাপী ইংরেজি ভাষায় প্রাধান্য পাইয়াছে। সরকারি কাজকর্মসহ সকল ক্ষেত্রেই ইংরেজির প্রাধান্য থাকায় ইংরেজি নববর্ষ সব অংশের মানুষের কাছেই প্রাধান্য পাইয়াছে। আমরা বাঙালিরা অনেকেই এখন বাংলা মাস তারিখ সঠিকভাবে স্মরণে রাখি না। পূজা পার্বণ বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্যই যেন পঞ্জিকা এবং বাংলা তারিখ প্রয়োজনীয় হইয়া ওঠে। আজকের এই দিনে ইংরেজি নববর্ষের আনন্দে উল্লাসিত হওয়ার পাশাপাশি বাংলা নববর্ষ এবং বাংলা মাস যাহাতে কোনভাবেই উপেক্ষিত না হয় সেই দিকেও আমাদের প্রত্যেককে নজর রাখিতে হইবে।

একটা সময় শুভেচ্ছা পাঠানোর ধুম ছিল গ্রিটিংস কার্ডে। বছর শেষে গ্রিটিংস কার্ডের দোকানগুলোতে উপচে পড়িত ভিড়। তবে প্রযুক্তি আসিয়া হাত থেকে গ্রিটিংস কার্ড কাড়িয়া গুঁজিয়া দিয়াছে হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারের মতো একাধিক মেসেজিং সাইট। ইতিমধ্যেই সেসব জায়গায় ঢুকিতে শুরু করিয়াছে শুভেচ্ছা বার্তার ঢেউ। অন্যান্য সমস্ত উৎসবের মতোই নববর্ষ মানেই প্রিয় বন্ধু, প্রিয় মানুষকে পাঠাইয়া দেওয়া একটুকরো শুভেচ্ছা বার্তা। আপনিও বা পিছাইয়া থাকিবেন কেন? নতুন বছরে জীবন হইয়া উঠুক রামধনুর মতোই রঙিন। সূর্যের মতো উজ্জ্বল। গোলাপের মতোই সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়ুক জীবন জুড়িয়া। হ্যাপি নিউ ইয়ার!"পুরনো সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে এবং পুরনো ক্যালেন্ডার নষ্ট হইয় যাওয়ার আগে, অন্য কেউ শুভেচ্ছা জানানোর আগে, নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা। প্রতিটি মুহূর্ত কাটুক আনন্দে। হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৩!'নতুন বছরে দিনগুলো হইয়া উঠুক সোনায় মোড়া। জীবন হইয়া উঠুক হিরের মতো উজ্জ্বল। বিগত দিনের সব ময়লা দুঃখ বেদনা ঝারিয়া ফেলিয়া নতুন বছরকে স্বাগত জানাইয়া নতুন পথের দিশারী হইবো আমরা।প্রার্থনা করি, সারা বিশ্বের সমস্ত জীবনকে আলোয় আলোয় ভরাইয়া দিক। নতুন বছর শুধুই আনন্দের হোক। আমাদের বন্ধুত্ব কোনওদিনও ম্লান হওয়ার নয়। যত দিন যাইবে আমাদের বন্ধুত্ব ততই গাঢ় হইবে। এভাবেই বছরের পর বছর বন্ধু হইয়া থাকিবার জন্য অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রার্থনা করি আগামী বছর আমাদের সকলের জন্য আরও রঙিন হইবে। হ্যাপি নিউ ইয়ার।

তামিলনাড়ুতে বাড়িতে রাখা বাজি ফেটে মৃত ৪, আহত ৫ জন

চেন্নাই, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): তামিলনাড়ুর নমাক্কল জেলার মোহনপুরে গ্রামে একটি বাজি কারখানার মালিকের বাড়িতে বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৪ জন। মৃতদের মধ্যে ৩ জন মহিলা, গুরুতর আহত আরও পাঁচ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কারখানার মালিকের কাছে বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। কিন্তু কারখানার বদলে নিজের বাড়িতে প্রচুর বাজি মজুত করে রেখেছিলেন। সেখানেই শনিবার ভোরে কোনওভাবে আগুন লেগে যায়। যার ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাজির বিস্ফোরণের ফলে গোটা বাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে যায় দমকল বাহিনী ও পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। সরকারি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই জানা গিয়েছে।

বর্ষবরণের রাতে দিল্লিজুড়ে কঠোর নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): হাতে সময় আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে মাতবে গোটা দেশ। ব্যতিক্রম নয় রাজধানী শহরও। তাই দিল্লিজুড়ে কঠোর নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১৮ হাজার পুলিশকর্মী এদিন রাজধানীর রাস্তায় মোতায়েন থাকবেন। এঁদের মধ্যে জেলা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের সদস্য-সহ পুলিশের অনান্য বিভাগের কর্মীরাও রয়েছেন। শনিবার দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা এই খবর দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই রাজধানীর ১২৫টি জায়গা থেকে মদ্যপ চালকদের পাকড়াও করা হয়েছে। তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হয়েছে । জানা গিয়েছে, গত বছর বর্ষবরণের রাতে দিল্লিতে ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য মোট ৬৫৭টি চালান কাটা হয়েছিল । এর মধ্যে মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল ৩৬টি । শনিবার রাত ৮টা থেকেই দিল্লির কন্নৌট প্লেসে যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কেউ মদ্যপ হয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন কিনা, তার জানতে প্রয়োজনীয় নাকাচেকিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে।

আহমেদাবাদের চোখ পরীক্ষা কেন্দ্রে আগুন লেগে ২ জনের মৃত্যু

আহমেদাবাদ, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার আহমেদাবাদের একটি চোখ পরীক্ষা কেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ডে এক ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে। মোদী আই কেয়ার সেন্টারের কর্তৃপক্ষ এদিন সকালে খবর পেয়ে দমকল বিভাগকে জানায়।

আহমেদাবাদ ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস- এর ইনচার্জ চিফ ফায়ার অফিসার (সিএফও) জয়েশ খাদিয়া বলেন, 'ফায়ার কন্টোল রুম সকালে আগুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছিল। কিন্তু দমকলের দল পৌঁছলে হাসপাতালে কোনও আগুন দেখতে পায়নি। হাসপাতালে তখন শুধু ধোঁয়া। ফায়ার টিম হাসপাতাল থেকে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।'

দমকল বিভাগ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে আগুন প্রায় এদিন ভোররাতে লাগে এবং পরবর্তীতে নিভে যায়। নরেশ পারঘি এবং তাঁর স্ত্রী হংস নামে এই দম্পতি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ধোঁয়ার কারণে শ্বাসরোধ হয়েই দম্পতির মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর আসল কারণ ময়না-তদন্তের পরই জানা যাবে।

স্বাগত ২০২৩ - আতসবাজির প্রদর্শনীতে নতুন বছরকে 'ওয়েলকাম'

।। বিশেষ প্রতিনিধি।। ইতিমধ্যে ২০২৩ সালকে স্বাগত জানাতে শুরু করল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। ২০২২ সালকে বিদায় জানিয়ে আতসবাজির রোশনাইয়ের মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত কীভাবে নববর্ষকে স্বাগত জানাচ্ছে, তা দেখে নিন - বছরের শেষ সূর্যাস্ত অসমের গুয়াহাটিতে ২০২২ সালের শেষ সূর্যাস্ত। লাল থালার মতো সূর্য অস্ত চলে গেল। আবার আগামিকাল সূর্য উঠবে - নয়া বছরে নয়া আশা নিয়ে। সিডনিতে বর্ষবরণের প্রস্তুতি ঘড়ির কাঁটা কখন রাত ১২ টা ছোঁবে, সেই প্রতীক্ষা চলছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে।

প্রাথমিকভাবে বিখ্যাত সিডনি হারবার ব্রিজের মাথায় আতসবাজির রোশনাই শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সিডনির আকাশে প্রচুর আতসবাজি ফাটছে। সিডনি হারবার ব্রিজের সামনে চলছে কাউন্টডাউন। ২০২৩ সালের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষার মধ্যেই সিডনির মেয়র ক্লোভার মুরে বলেন, এবার নয়া বছরের আগে সন্ধ্যা থেকে বোঝা গিয়েছে যে সিডনি ফিরে এসেছে। আমরা বিশ্বজুড়ে উৎসবের সূচনা করছি এবং দুর্দান্তভাবে নয়া বছরকে স্বাগত জানাচ্ছি। অকল্যান্ডে বর্ষবরণ বিদায় ২০২২, স্বাগত ২০২৩ - নতুন বছরকে স্বাগত জানাল

নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড। ভারতে যখন ঘড়ির কাঁটা বলছে বিকেল ৪ টে ৩০ মিনিট, তখন অকল্যান্ডে ঘড়ির কাঁটা রাত ১২ টা ছুঁয়ে ফেলে। কারণ ভারতের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডের সময়ের পার্থক্য সাত ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

বিশ্বে প্রথম নববর্ষ উদযাপন হবে ভারতীয় সময় আনুযায়ী দুপুর ৩.৩০ মিনিটে। কয়েকটি বিশেষ দ্বীপে সেই সময়ে পড়বে নববর্ষের সময়কাল। এরপর ভারতীয় সময় অনুযায়ী সন্ধ্যে ৬.৩০ মিনিটে অস্ট্রেলিয়াতে শুরু হবে উদযাপন। ভারতীয় সময় অনুযায়ী এরপর জাপান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াতে ৮.৩০ মিনিটে শুরু পড়বে নতুন বছর।

অপেক্ষার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। দেশে দেশে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে নতুন বছরকে স্বাগত জানাবার। এদিকে, ভারতেও উদযাপন আর প্রস্তুতি কম নয়। ২০২৩ সালকে স্বাগত জানাতে বিভিন্ন দেশ নিজের মতো করে তৈরি। তবে জানেন কি কোন দেশ সবচেয়ে আগে এই নববর্ষ উদযাপন করবে? দেখে নেওয়া যাক, নতুন বছর ২০২৩ কোন এলাকায় আগে আসবে আর কোন এলাকায় সর্বশেষে।

বিশ্বে প্রথম নববর্ষ উদযাপন হবে টং, কিরিবাটি, সামোয়াতে। পেসিফিক আইলান্ডে রয়েছে এই দেশ। ভারতীয় সময় আনুযায়ী দুপুর ৩.৩০ মিনিটে সেখানে পড়বে নববর্ষের সময়কাল। এরপর ভারতীয় সময় অনুযায়ী সন্ধ্যে ৬.৩০ মিনিটে অস্ট্রেলিয়াতে শুরু হবে উদযাপন। ভারতীয় সময় অনুযায়ী এরপর জাপান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াতে ৮.৩০ মিনিটে শুরু পড়বে নতুন বছর।

উদযাপনে চতুর্থ থেকে সপ্তমে কারা- এই উদযাপন কালে চতুর্থস্থানে রয়েছে চিন, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর। ভারতীয় সময় ৯.৩০ মিনিটে শুরু হবে সেখানে নতুন বছরের উদযাপন। এরপর বাংলাদেশে ভারতীয় সময় ১১.৩০ মিনিটে হবে উদযাপন। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় একই সময়ে রাত ১২ টা নাগাদ (ভারতীয় সময়) শুরু হবে উদযাপন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউল্যান্ড ও বেকার আইল্যান্ডে সবচেয়ে শেষে হবে নতুন বছরের উদযাপনের পালা। যা ভারতীয় সময় অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০২৩ সালের বিকেল ৫.৩০ মিনিটে হবে। ভারতের পর উদযাপনে কারা- ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০ মিনিটে পাকিস্তানে শুরু হবে ২০২৩ সালের নববর্ষ, এরপর ভোর ৪.৩০ মিনিটে ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম, স্পেন,জার্মানিতে পালিত হবে নতুন বছর। ভারতীয় সময় ভোর ৫.৩০ মিনিটে আয়ারল্যান্ড. পর্তুগাল, ইউকে, আইসল্যান্ডে নতুন বছর উদযাপন হবে।

ভারতীয় সময় ১ জানুয়ারিতেও নববর্ষ শুরু হবে- ব্রাজিলে ভারতীয় সময় অনুযায়ী সকাল ৭.৩০ মিনিটে শুরু হবে আয়োজন। এরপর সকাল সাড়ে ৮ টায় চিলে, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, ব্রাজিলে আয়োজিত হবে নববর্ষ। সকাল ১১.৩০ তে শিকাগো, বেলা ১২,৩০ তে অ্যারিজোনা, নেভাদা ১.৩০ মিনিটে, আলাস্কা ২.৩০ মিনিটে, ৩.৩০ মিনিটে হাওয়াই, ৪.৩০ মিনিটে আমেরিকান সামোয়া, হাউল্যান্ড বেকালে ৫.৩০ মিনিটে হবে নববর্ষ উদযাপন।

৮০০ কোটি মানুষের নীল গ্রহ

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

আমাদের এই নীল গ্রহে আমরা এখন ৮০০ কোটির বাসিন্দা। গত ১৫ নভেম্বর জনসংখ্যার নিরিখে আমরা এই সংখ্যায় পৌঁছেছি। বিজ্ঞানীদের মতে আজ থেকে চার-পাঁচ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। আড়াই হাজার বছর পেরিয়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ কোটিতে। দ্বিতীয় শতকে এসে এই সংখ্যা হয়ে ওঠে দ্বিগুণ। উনিশ শতকের প্রথমে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ১০০ কোটি। ১৯২৭ সালে পৌঁছে যায় ২০০ কোটির ঘরে। ১০৬০ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩০০ কোটি। এর পরবতী দশকগুলিতে বৃদ্ধি পায় মানুষের গড় আয়ু। ২০১১ সালে ৭০০ কোটির পর এখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৮০০ কোটি। এই জনসংখ্যা নিয়ে আজকের পৃথিবী। সাড়ে চারশ কোটি বছরের এই পৃথিবী। তার বুকে মানব সভ্যতার বয়স মাত্র ১০ হাজার বছর। তার ইতিহাস তার বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেমন আছে আজকের পৃথিবী আর তার ৮০০ কোটি মানুষ।

বিবর্তনের পথে প্রতিটি সভ্যতা রেখে যায় তার পদচিহ্ন। এই পদচিহ্ন ধরেই বিজ্ঞানীরা জেনেছেন মানুষের অতীতকে। ৮০০ কোটি মানুষের আজকের পৃথিবী হাজার হাজার বছরের কালপলী পেরিয়ে আজকের রূপ নিয়েছে। মানব জন্মের কালপর্ব তাই এক দীর্ঘ পরিক্রমা। মানুষের জৈবিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আবি;কার সভ্যতাকে ইন্ধন জুগিয়েছে। জীবনের গতিতে প্রথম প্রভাব ফেলেছে আগুনের ব্যবহার। মানুষ আগুনকে আবিষ্কার করেনি, আগুনকে আয়ত্ত করেছিল। মানুষের সাথে আগুনের মুখোমুখি দেখা হয়েছিল মানব সৃজনের সমসাময়িক কাল থেকে। একদিন সভ্যতার এই চাবিকাঠি দিয়ে মানুষ খুলে ফেলেছিল প্রকৃতির দুর্জয় শক্তির দরজা। সময়ের সাথে বদলেছে মানুষের জীবন। পালা নতুন অভিমুখ। আদিম যুগে ছিল যুথবদ্ধ মানুষের দল। ছিল ভয়ানক কষ্টের গোষ্ঠীজীবন। একক চেষ্টায় তারা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারত না, ভুলে ওঠা আগুনকে ধরে রাখাও সম্ভব ছিল না। অনাহারে আর হিংস্র পশুর আঘাতে বেশির বাগ মানুষই মারা পড়ত বছর কুড়ির মধ্যে। এর পর লক্ষ বছর ধরে শ্রম হাতিয়ারের বিবর্তন পাল্টে দিচ্ছিল জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে বাঁচার জন্য মানুষের সম্মিলিত শ্রম, বিপদের মুখে তাদের সংগ্রাম যে সম্পর্ক ও বন্ধন এনেছিল, সেই বন্ধনই গড়ে তুলল গোষ্ঠী সমাজ বা ক্লিন সোসাইটি। মানবদেহের আকৃতিতে তখন অনেক রূপান্তর ঘটে গেছে। আদিম মানুষ দেখেছে রহসময় প্রকৃতিকে। মুখোমুখি হয়েছে বস্তু নিরপেক্ষ অদৃশ্য শক্তির যা ছিল তার কাছে ভীতিপ্রদ ও বিস্ময়কর। তির এই রূপকে সে কল্পনা করেছে কোনও তিপ্রাকৃত শক্তি হিসেবে। জন্ম হয়েছে ভাববাদ ও ঐশ্বরিক শক্তির ধারণার। মানুষের ধর্ম বোধের সূচনাও এখানে। ধর্ম বলতে মানুষ তখন বুঝেছে তার চেয়েও উচ্চতর এমন এক শক্তির সন্তুষ্টিবিধান, যে শক্তি মানবজীবন ও প্রকৃতি জগৎকে নিয়ন্ত্রত করে। এই ধারণাই জন্ম দিয়েছিল মন্ত্রত ঈশ্বরতত্ব, মনের মধ্যে তৈরি হওয়া ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি আরাধনার নানা পদ্ধতি ও ধর্মাচরণ। বিজ্ঞানীদের মতে, এই ঘটনা ৩০ হাজার বছর আগের। যে সময়কার মানবগোষ্ঠীকে বলা হচ্ছে হোমোসপিয়েন্স। যারা ছিল দু'লক্ষ বছর আগে শুরু হওয়া হোমোসাপিয়েন্সদেরই উন্নত রূপ। বেঁচে থাকার শ্রমের মধ্যে দিয়ে মানুষের মভিক্ষের সপ বন রর ঘটেছে। শ্রমই মানুষকে উন্নত গোষ্ঠীবদ্ধতায় নিয়ে এসেছে। এঙ্গেলস তাই বলেছেন, শ্রমই মানুষকে মানুষ করেছে।

সমাজ বিজ্ঞানী ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যায় মানুষের সভ্যতার বয়স ১০ হাজার বছর, যখন তার বৈষয়িক জীবনের প্রথম মাইল ফলক স্থাপিত হয়েছিল কৃষিকাজের মধ্যে দিয়ে। দশ থেকে চার হাজার বচরের বিবর্তনের ইতিহাস তো ছিল মানুষের সম্পদ সৃষ্টির ইতিহাস। এই সৃষ্টিপর্বে এল ধাতুর যুগ। মানুষ শিখল তামা, ব্রোঞ্জ, লোহার ব্যবহার। কৃষিকাজের বিকাশের সঙ্গে বিস্তৃত হল পশুপালন। চাকার উদ্ভাবন সমাজ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী গতি এনেছিল। দ্রুত হয়েছিল পণ্য চলাচল। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামের অবসরে মানুষ সময় পেল শিল্প সাধনায়। শিকার অভিযান, যুদ্ধ বোঝাতে মশালের আলোয় গুহায় আঁকলো রঙিন চিত্র। খোদাই হল নকশার কাজ, তা হয়ে উঠল সুন্দর শিল্পকর্ম। এলো ভাষা, যেখানে ভাষা দুর্বল, সেখানে তৈরি হল সাংকেতিক লিপি। শ্রম কষ্ট কমাবার জন্য শ্রমের তালে তালে শব্দ উচ্চারণ নিয়ে এলো সংগীতের তাল।

সমাজের প্রয়োজনেই সৃষ্ট উৎপাদন নিয়ে শুরু হল বিনিময় প্রথা। দলগত শক্তি ও ব্যক্তি সম্পদের গুরুত্ব সমাজে নিয়ে এলো শ্রেণি বিভাজন। মানুষের ব্যবহারিক সামগ্রীর বিনিময়ের মূল মাধ্যম হল পণ্য, যা মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত পণ্য। মানুষও হয়ে উঠল বিনিময়ের মাধ্যম। পৃথিবীর সম্পদ আর লক্ষ লক্ষ মানুষ ও ক্রীতদাসের শ্রমশক্তির ওপর ভর করে সব্যতা জন্মাল নীল, টাইগ্রিস, সিন্ধু অববাহিকায়। মানুষও ততদিনে ক্রীতদাস হয়ে পণ্য পরিণত হয়েছে। এই সময়কালে সারা পৃথিবীজুড়ে নানা প্রান্তে চলেছিল মানবগোষ্ঠীর অভিবাসন। নানা বর্ণ, নানা জাতির মানুষের কাফেলা চলল এ মহাদেশ থেকে ও মহাদেশ। শুধু স্থলভূমিতে নয়। সমুদ্রের সারি সারি দ্বীপ পার হয়ে চলল দেশ খোঁজার পালা। দশপ্রথার যুগ থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের পথ সহজ হয়নি। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর সভ্যতার পতাকা নিচে নামতে শুরু করে। সভ্যতার সূতিকাগার ইউরোপে শুরু হয় বিপর্যয় ও তমসার যুগ। মধ্যযুগের শক্তিশালী সম্রাটদের ঘিরে জমা হয়েছিল বিচ্ছিন বিচ্ছিন দুর্বল ও নিরাপত্তাহীন মানুষ। ক্রীতদাস প্রথার বাহুল্য শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রয়াসও থমকে গিয়েছিল। এ যুগে অভিজাত সামন্ত প্রভু ও যাজকরা কৃষকদের শোষণ করেই টিকে ছিল। মধ্যযুগের সেষে ইউরোপের বাণিজ্যে নতুন যুগের সূচনা হয়। শিল্প বিকাশের সাথে পণ্য উৎপাদনও বেড়ে যায়। ফলে ইউরোপের উপনিবেশিক উপকুলগুলিতে জাল বিস্তার করতে শুরু করে। মহাদেশের ঘাটে নোঙর করতে থাকে রণসম্ভার ভরা বাণিজ্যতরী। সম্পদে ভরা ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার প্রতি ছিল তাদের লোলুপ দৃষ্টি। এই সময় আরবদের হাতে প্রাচ্যের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হত বলে ইউরোপীয় শক্তিগুলি নতুন জলপথ আবিষ্কারে মরিয়া হয়ে ওঠে। সারা পঞ্চদশ শতাব্দী ধরে চলে ভৌগোলিক আবিষ্কারের পালা। এই উদ্যোগের ফলশ্রুতি ছিল ভাস্কো ডা গামার ভারতে আগমন ও কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রা। এই অভিযানের সঙ্গে জড়িয়ে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ও পুঁজিবাদের বিকাশ।

অর্থনীতির ইতিহাস বলছে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে উপনিবেশিক বাণিজ্যের হাত ধরে পুঁজিবাদ ইউরোপে মাথা চাড়া দিয়েছিল। উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ, কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্যের বাজার দখলের জন্য দুই আমেরিকা থেকে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটার পর একটা দেশ উপনিবেশে পরিণত হচ্ছিল। উপনিবেশ স্থাপনের জন্য মহাদেশগুলিতে আধুনিক মানুষের অভিবাসন ঘটতে থাকে। নতুন ভূকণ্ডে একদল মানুষ অন্য দেশের মানুষকে শুধু অধীনস্ত করল তা নয়, কোথাও কোথাও তাদের প্রজাতির পর প্রজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। বিশ্বজুড়ে তাদের শাসন ও শোষণ তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে এক আন্তর্জাতিক চরিত্র এনে দিল। তবে পুঁজিবাদের গর্ভেই জন্ম নিয়েছিল গণতান্ত্রিক চেতনার বীজ। সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্রের ভগ্নাবশেষকেত্ত ভেঙে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সাহিত্য চিত্রকলায় তার প্রতিফলন ঘটে। মানবতাবাদের নতুন চেতনার জন্ম ইতালীয় রেনেশী থেকে। ১৭৮৯ সালের ফ্রান্সের বিদ্রোহ গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করে পরবতী শতাব্দীতে নতুন জাতীয় স্বাধীনতার স্বপ্নকে প্রসারিত করে। যে স্বগের মন্টেস্কুর মতো দার্শনিকদের সমাজচিন্তা। 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা'' এই স্লোগানই ছিল বিপ্লবের চালিকাশক্তি। ১৮৬৩ সালে আব্রাহাম লিংকন শোনালেন ইতিহাসের সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ-- "গেটিসবার্গ স্পিচে" তিনি গণতন্ত্রের মহৎ লক্ষ্য নির্দেশে করে বললেন 'গণতন্ত্র হলো জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার, জনগণের জন্য সরকার'।

১৯ শতকের শেষে পুঁজিবাদ একচেটিয়া স্তরে প্রবেশ করে। উপনিবেশের জাল গুটিয়ে ছড়িয়ে দেয় অর্থনৈতিক শোষণের জাল। সারা দুনিয়াকে তারা অর্থনৈতিক স্বার্থে ভাগাভাগি করে নিতে চায়। আফ্রিকার দখল নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় নির্লজ্জের মতো। সময় যত এগিয়েছে, বেড়েছে দেশগুলির তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিশ্ব অর্থনীতির শক্তি ভাগাভাগি নিয়ে সংঘটিত হল দু-দুটো মহাযুদ্ধ। দুই বিনিময়ে ধ্বংস হলো বিশ্বের অর্থনীতি শিক। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবতীকালীন সময়ে জন্ম নিল সভ্যতার ভয়ঙ্কর বিপদ ফ্যাসীবাদ। যুদ্ধ পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা দিল ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলন ও শ্রমিকের ন্যাধ্য অধিকার নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ। গড়ে উঠল বহু ট্রেড ইউনিয়ন। বিশ শতকের শুরু থেকেই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে শুরু হয়েছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব এবং চিনের রাষ্ট্রবিপ্লব মানব সমাজকে দেখিয়েছিল গণমুক্তির নতুন পথ। উনিশ শতকে মার্কস এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মতবাদ মানুষকে শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। দুনিয়ার মেহনতি মানুষ বিপ্লব সংঘটিত করে খুঁজেছিল শ্রেণিহীন সমাজের পথ। কমিউনিস্ট ইস্তাহার, দাস ক্যাপিটাল হয়ে উঠেছিল শোষণমুক্তির পথনির্দেশ। রুশ বিপ্লব ও চিনের লংমার্চ মুক্তির নতুন পথ দেখিয়েছিল মানুষের কাছে। পরবতী কয়েক দশক ধরে এই ঐতিহাসিক পালাবদল শ্রমিক মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে গণ আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। বিশ শতকের ৫০-এর দশকের পর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনে সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছিলত্ত কিউবা ও ভিয়েতনামে। ১৯৫৯ সালে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে স্পেনের চারশ বছরের উপনিবেশের জোয়াল থেকে মুক্ত হয় কিউবার মানুষ। হো চি মিনের নেতৃত্বে ফরাসি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বরুদ্ধে দীর্ঘ আড়াই দশকের মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয় ১৯৭৫-এ। ২১ শতকে পৌঁছনোর পর আমরা দু-দুটো দশক পার করে এসেছি। সভ্যতার পায়ে পায়ে এসে পৌঁছেছি অনেকদূর। পৃথিবী নামক এই গ্রহে আমরা এখন ৮০০ কোটির বাসিন্দা। বিশ্ব সমাজ অর্থনীতিতে এখন বিশ্বায়নের যুগ। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর বিশ্ব রাজনীতিতে এখন আর দুটো বড় শক্তি নেই। বিশ্বায়নের প্রভাবে পণ্য ও পুঁজির এখন অবাধ প্রবাহ। আসলে এ হল এক কেন্দ্র থেকে শাসন করার নতুন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কৌশল। এতে বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বেড়ে চলেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থ বাজারের অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতা। প্রসারিত হচ্ছে মারণাস্ত্র বাজার। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সামরিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা অনেক বেড়ে গেছে। তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক উদ্বেগ, সন্দেহ। নষ্ট হয়েছে পারস্পরিক বিশ্বাস। ৮০০ আছি। এখন আমরা পৌঁছেছি ডিজিটাল যুগে। পৃথিবী তার মানুষ সমাজ সভ্যতা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সময়ের সাথে চলেছে এর বিবর্তন। কিন্তু সে তো চলেছে তার গভীরতর অসুখ নিয়ে। দুর্ভিক্ষ অনাহার তার পিছু ছাড়েনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী দুর্ভিক্ষ এসেছে পৃথিবীর মাটিতে। প্রত্নু ইতিহাসের চিহ্নে দুর্ভিক্ষকালের গণমৃত্যুর সাক্ষ্য মেলে। এখনও দুর্ভিক্ষের ওই একই ছবি। তার কালো ছায়া দরিদ্র দেশগুলিতে। দক্ষিণ সুদান, মাদাগাস্কার, হচ্ছে নিরন্ন মানুষের কান্না। অনাবৃষ্টি, খরা আবার গৃহযুদ্ধের অস্থিরতা বার বার ভেঙে ফেলছে মানুষের খাওয়া পরার সংস্থানকে। রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যানে ২০২০ সালে পৃথিবীতে না খেতে পাওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল ৮১ কোটি ১০ লক্ষ। প্রতিদিন খাবার জোটে না ২২ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের। তার মানে বিশ্বের জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ মানুষ চরম খাদ্যাভাবের মুখে। ৪১ কোটি শিশু ভুগছে অপুষ্টিতে, যাদের মধ্যে বেশির ভাগ শিশুর বয়স ৫ বছরের নীচে। পৃথিবীর ১৬ কোচির কাছাকাছি মানুষ এখন পথবাসী। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিপুলভাবে বাড়ছে অসংগঠিত শ্রমিক। প্রতিদিন জীবনে ঘনাচ্ছে অনিশ্চয়তা। পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক যে দরিদ্রতম মানুষ তাদের হাতে আছে পৃথিবীর সম্পদের মাত্র কিছু শতাংশ, অন্যদিকে মাত্র ১০ শতাংশ ধনী মানুষের কাছ রয়েছে পৃথিবীর ৭৬ শতাংশ সম্পদ। অসাম্যের এ এক ভয়াবহ ছবি। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের ৭৭তম সাধারণ সভায় মানুষের অনাহারের ভয়ঙ্কর ছবি ফুটে উঠেছে। বলা হচ্ছে, প্রতি চার সেকেন্ডে একজন মানুষের মৃত্যু ঘটছে শুধু অনাহারে। পৃথিবীর ৩৪.৫ কোটি মানুষ ভূগছেন তীব্র খাদ্য সংকটে। ৪৫টি দেশের ৫ দুর্ভক্ষ। করোনাকালের প্রভাব এবং ইউক্রেন যুদ্ধে এই সংকট আরও তীব্র হয়েছে। গৃহযুদ্ধ, ক্ষমতার লড়াই আর দুর্ভিক্ষে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ দিন কাটাচ্ছে শরণার্থী শিবিরে। ইউক্রেন, সিরিয়া, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়ায় লক্ষ লক্ষ গৃহহীন দেশছাড়া মানুষ। অব্যবস্থা, খাদ্যসংকটে শরণার্থী শিবিরগুলি মানববিপর্যয়ে মর্মান্তিক চেহারার রূপ নিয়েছে।

সাড়ে চারশ কোটি বয়সের পৃথিবী হয়তো আরও সাড়ে চারশ কোটি বছর পেরিয়ে যাবে। সময় সভ্যতার পালাবদল ঘটবে বহুবার। আজকের জনসংখ্যার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে জন্মাবে নতুন জীবন স্রোত। অনাগত সভ্যতার হাজার হাজার উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়ে থাকবে আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহ। লিখিত- অলিখিত ইতিহাসও হারিয়ে যাবে বসতির মধ্যে। পৃথিবীর প্রকৃত পরিবেশ মানুষের সৃষ্টি নয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> সাড়ে চারশ কোটি বয়সের পৃথিবী হয়তো আরও সাড়ে চারশ কোটি বছর পেরিয়ে যাবে। সময় সভ্যতার পালাবদল ঘটবে বহুবার। আজকের জনসংখ্যার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে জন্মাবে নতুন জীবন স্রোত। অনাগত সভ্যতার হাজার হাজার উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়ে থাকবে আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহ। লিখিত-অলিখিত ইতিহাসও হারিয়ে যাবে বসতির মধ্যে। পৃথিবীর প্রকৃত পরিবেশ মানুষের সৃষ্টি নয়। মানুষ তাকে আয়ত্ত করে, বিকশিত করে। লক্ষ কোটি প্রাণীপুঞ্জের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে মানুষ, তার দায়িত্ব এই পৃথিবী নামক বাসভূমিকে বাঁচিয়ে রাখা, তাকে বাসযোগ্য করে তোলা। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষই ব্যবহার করছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ওসিবি কর্পোরেশনের উদ্যোগে মেগা ঋণ প্রদান শিবির আয়োজিত হয়।

দৈনিক সংক্রমণ ২০০-র উর্ধ্বেই; ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ৩,৬৫৩, মৃত্যু আরও ৩ জনের

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ২০০-র উর্ধেই রয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২২৬ জন, যা আগের দিনের তুলনায় কম। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩ জনের মৃত্যুর পর শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭০২ জনের। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩ হাজার ৬৫৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। এখনও পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৪৬,৭৮,৩৮৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৪,০২৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।

এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৯১ হাজার ৭৩২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১০-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১০,০৬, ২৭৮। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১,৮৭,৯৮৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ১,৮৭,৯৮৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২২৬ জন।

প্রত্যেক ভারতীয় জানেন বিজেপি তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): বর্ষশেষে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কটাক্ষ করে মল্লিকার্জুন খাড়গে শনিবার টুইট করে লিখেছেন, প্রত্যেক ভারতীয় জানেন বিজেপি তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ট্যাগ করে কটাক্ষ করেছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে।

কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে এদিন টুইট করে লিখেছেন, ২০২২ সালের আজ অন্তিম দিন। আপনি বলেছিলেন ২০২২ সালের মধ্যে...প্রত্যেক কৃষকের আয় দ্বিগুণ হবে। প্রত্যেক ভারতীয়ের একটি বাড়ি থাকবে। প্রতিটি বাড়িতে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকবে। এরপরই টুইটে মল্লিকার্জুন খাড়গে লিখেছেন, 'এসবের কিছুই হয়নি। প্রত্যেক ভারতীয় জানেন বিজেপি তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।'

দিল্লির বাতাস ফের বায়ুদূষণের কবলে, পুনরায় শৈত্যপ্রবাহ ফিরল উত্তর ভারতে

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের দূষিত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লির বাতাস। শনিবার সকালে দিল্লি-এনসিআর-এর সর্বত্রই ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল। সকাল ৬.৪৪ মিনিট নাগাদ দিল্লির বাতাসের গুণগতমান (এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স) বেড়ে ৩৬৯-এ পৌঁছে যায়। দূষণের কারণে দিল্লিতে এদিন সকালে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়েছে অনেকেরেই।

এদিকে, মাঝে একদিনের বিরতির পর, ফের শৈত্যপ্রবাহ ফিরে এল দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। শনিবার সকালে দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা-সর্বত্রই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা ছিল। শীত থেকে বাঁচতে আগুনের আঁচে উষ্ণ হয়েছে উত্তর ভারত। শীতের পাশাপাশি কুয়াশার দাপটও এদিন ছিল উত্তর ভারতে। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর। সেখানে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উত্তুরে হাওয়ার দাপটে শীতের আমেজ অটুট, বর্ষশেষে ১৪ ডিগ্রির ঘরেই তিলোত্তমার তাপমাত্রা

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): বছরের অন্তিম দিন বঙ্গবাসীকে হতাশ করল না শীত। শনিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই জমাটি শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। ভোর থেকেই শীতের শিরশিরানি ভাব বজায় ছিল, বইছে থাকে উত্তুরে হাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রবিবারের মধ্যে কলকাতায় তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে বছর শেষের দিন তো শীতের আমেজ মালুম হয়েইছে, নতুন বছরের প্রথম দিনে শহরে শীতের আমেজ মালুম হবে।

শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ছুঁয়েছে ১৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। প্রধানত পরিষ্কার।

গুজরাটের নভসারিতে লাক্সারি বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৯, আহত কমপক্ষে ২৯ জন

নভসারি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): গুজরাটের নভসারি জেলায় লাক্সারি বাস ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৯ জন। শনিবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আহমেদাবাদ-মুম্বই হাইওয়ের ওপর। দুর্ঘটনায় কমবেশি আহত হয়েছেন ২৯ জন, তাঁদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। তাঁকে সুরাটের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নভসারির ডেপুটি সুপার ভি এন প্যাটেল জানিয়েছেন, শনিবার ভোররাতে ভেসমা গ্রামের কাছে আহমেদাবাদ-মুম্বই হাইওয়ের ওপর একটি এসইউভি গাড়ি ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের ও ২৯ জন আহত হয়েছেন।

নভসারির পুলিশ সুপার রুশিকেষ উপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাসটি ভালসাদের দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় উল্টোদিক থেকে আসছিল এসইউভি গাড়িটি। এসইউভি গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, জোরালো সংঘর্ষের জেরে বাস ও গাড়ির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। গাড়িতে মোট ৯ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও বাসের চালকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িতে থাকা সকলের বাড়ি অঙ্কলেশ্বরে, ভালসাদে নিজেদের বাড়িতে ফিরছিলেন তাঁরা। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মৃতদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইট করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, আহতদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

সিকিমের পেলিং স্কাইওয়াক এলাকায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু ৫ শ্রমিকের, আহত অন্তত ৩ জন

জলপাইগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : সিকিমের পেলিং স্কাইওয়াক এলাকায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল বাংলার ৫ শ্রমিকের। আহত হয়েছেন অন্তত ৩ জন। শনিবার এই খবর পৌঁছতেই শোকস্তব্ধ জলপাইগুড়ির সদর ব্লক।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বাংলার মোট ১১ জন শ্রমিক কাজ করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা ধসের কবলে পড়েন। মৃত্যু হয় জলপাইগুড়ির ৫ জন শ্রমিকের। মৃতদের মধ্যে ২ জন এবং আহত ৩ জনের বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাকুয়াপাড়া এবং ধামিপাড়া গ্রামে। সূত্রের খবর, মৃতদের মধ্যে দুজনের নাম জানা গেছে। তাঁরা রবি রায় (৩২), সুধরাম ওঁরাও (৪২)। আহতদের মধ্যে এক জনের পরিচয় সামনে এসেছে। তাঁর নাম প্রশান্ত রায়। জানা গিয়েছে, গত ১৫ ডিসেম্বর সিকিমের পেলিং এলাকায় যান তাঁরা। সেখানে একটি স্কাইওয়াক নির্মাণের কাজ ছিল। শুক্রবার সকালে কাজ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর আচমকাই ধস নামে ওই এলাকায়। তাতেই চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ৫ জনের। এরপর শ্রমিকদের গ্রামে খবর পৌঁছলে পরিবারের সদস্যরা সিকিমে রওনা হন। সেখানে পৌঁছলে তাঁদের দেহ হস্তান্তর করে স্থানীয় প্রশাসন। এরপর তাঁরা দেহ নিয়ে শনিবার ভোরে গ্রামে পৌঁছলে কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়-পরিজনেরা। আহতদের মধ্যে ২ জন এখন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন।

২০২২-এ কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু ২৯ জন সাধারণ নাগরিকের, ৩ কাশ্মীরি পণ্ডিত-সহ ৬ জনই হিন্দু : এডিজিপি

শ্রীনগর, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): চলতি বছর কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৯ জন সাধারণ নাগরিক। তাঁদের মধ্যে ২১ ছিলেন কাশ্মীরের বাসিন্দা ও বাকি ৮ জন অন্য রাজ্যের বাসিন্দা। শনিবার বর্ষশেষে এই কথা জানিয়েছেন কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার। তিনি বলেছেন, ২০২২ সালে কাশ্মীরে মৃত্যু হয়েছে ২৯ জন সাধারণ নাগরিকের, তাঁদের মধ্যে ২১ জন কাশ্মীরের বাসিন্দা। এই ২১ জনের মধ্যে ৬ জন হিন্দু (৩ জন কাশ্মীরি পণ্ডিত) ও ১৫ জন মুসলিম। বসিত দার এবং আদিল ওয়ানি ছাড়া এই সন্ত্রাসী অপরাধের সঙ্গে জড়িত সমস্ত সন্ত্রাসীকে নিরস্ত্র করা হয়েছে, এই দু''জনকেও শীঘ্রই নিরস্ত্র করা হবে। ২০২২ সালে সুরক্ষা বাহিনীর মৃত্যুতেও রক্তাক্ত হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকা। কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার বলেছেন, ২০২২ সালে সন্ত্রাসী হামলা ও এনকাউন্টারের সময় সুরক্ষা বাহিনীর ২৬ জন জওয়ান শহীদ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ১৪ জন জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের জওয়ান ছিলেন। সমস্ত সন্ত্রাসী অপরাধের সঙ্গে জড়িত বেশিরভাগ সন্ত্রাসীকে নিকেশ করা হয়েছে।

২০২৩-এ কি চাই/৫ "দেশ এবং রাজ্য উভয় স্তরে খুব ক্ষতিকারক পরিস্থিতি, এটা রুখতেহবে" বিকাশ ভট্টাচার্য

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : দেশে ভয়ঙ্কর বিভাজন এবং পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক দুর্নীতি রাজনীতি থেকে মুক্তি চান বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য্য। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "২০২২ বিদায় নিচ্ছে। দেশ এবং রাজ্য উভয় স্তরে খুব ক্ষতিকারক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেশে একটা ভয়ঙ্কর বিভাজন তৈরি হচ্ছে। আশা করব ২০২৩এ সব দল ঐক্য, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির একটা পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করবে ইতিবাচক, সুচিন্তিত এবং ইতিহাসভিত্তিক সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড়িয়ে। আর পশ্চিমবঙ্গে এত ব্যাপক দুর্নীতি রাজনীতি, সমাজজীবনে হয়েছে, এককথায় তা অভূতপূর্ব। কামনা করব ২০২৩-এ এর থেকে আমরা মুক্তি পাব। তবেই কিছুটা শান্তি আর আনন্দে সবাই দিন কাটাতে পারবেন।"

বর্ষবরণের উৎসবে বিশেষ সতর্কতা কলকাতায়

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি স)। প্রতি বছরের মতো এ বারেও বর্ষশেষের উন্মাদনায় মাতোয়ারা হবে সারা দেশ। স্বভাবতই বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গের ঘটনাও ঘটবে। তাই আগে থেকেই সতর্ক থাকতে চাইছে পুলিশ-প্রশাসন।

কলকাতায় ট্র্যাফিক আইন কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। প্রতি বছরই বর্ষশেষের রাতে ট্র্যাফিক আইন ভাঙার অভিযোগ ওঠে। মত্ত হয়ে গাড়ি চালানোরও অভিযোগ ওঠে। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই ব্রেথ অ্যানালাইজার যন্ত্রের সাহায্যে গাড়ি চালকদের শ্বাস পরীক্ষা করে দেখবে পুলিশ। এর দ্বারা বোঝা যাবে চালক মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন কি না। কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বর্ষশেষের রাতে উৎসবে মাতোয়ারা শহরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাস্তায় থাকবেন ৩ হাজার পুলিশ আধিকারিক। বিশেষ নজর রাখা হবে পার্ক স্ট্রিট, এসপ্ল্যানেড, শেক্সপিয়র সরণীর মতো জায়গাগুলিতে।

এগারোটি নজর মিনারের মাধ্যমে পার্ক স্ট্রিটের এবং শেক্সপীয়র সরণী এলাকায় বিশেষভাবে নজর রাখা হবে। নজরদারির আওতায় থাকবে শহরের পানশালাগুলিও। আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় থাকছে দু'টি কুইক রেসপন্স টিম।

গত দু'বছর কোভিডের প্রকোপের কারণে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এ বার সে সব কিছু নেই। তা ছাড়া এ বার বছরের শেষ দিন শনিবার হওয়ায়, আর নতুন বছরের প্রথম দিন রবিবার হওয়ায়, অনেক বেশি মানুষ আনন্দে শামিল হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর মায়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বাইডেন, সস্ত্রীক সমবেদনা জ্ঞাপন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মা হীরাবেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর মায়ের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই দুঃখের সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন জো বাইডেন ও তাঁর স্ত্রী জিল বাইডেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শনিবার (ভারতীয় সময় অনুযায়ী ৪.১৫ মিনিট) টুইট করে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মা হীরাবেন মোদীর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করছি জিল ও আমি। এই দুঃখের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী ও তাঁর পরিজনদের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ প্রয়াত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মা হীরাবেন মোদী।

স্থিতিশীল রয়েছেন ঋষভ পন্থ, ক্রিক্রেটারের সঙ্গে দেখা করার পর বললেন অনিল ও অনুপম

দেহরাদুন, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): স্থিতিশীল রয়েছেন গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত ভারতীয় ক্রিক্রেটার ঋষভ পন্থ। শনিবার সকালে ঋষভ পন্থকে দেখতে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের ম্যাক্স হাসপাতালে আসেন অভিনেতা অনিল কাপুর ও অনুপম খের। ঋষভ ও তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করেন দুই অভিনেতা। পরে হাসপাতালের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিল ও অনুপম বলেছেন, 'আমরা ঋষভ ও তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন। তাঁর জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে মানুষের কাছে এটাই আমাদের অনুরোধ।'

শুক্রবার ভোরে ভয়ঙ্কর গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ঋষভ, এখন তিনি ভালো আছেন বলেই জানা যাচ্ছে। তাঁর শরীরের দু'টি অংশে এমআরআই করা হয়েছে। রিপোর্ট স্বাভাবিক এসেছে। এমনিতে ভালই রয়েছেন ভারতের এই উইকেটকিপার। বড় কোনও বিপদের আশঙ্কা এখনই নেই। এদিকে, ডিডিসিএ ডিরেক্টর শ্যাম শর্মা বলেছেন, দিল্লি ও জেলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) একটি টিম ঋষভের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য ম্যাক্স হাসপাতালে যাচ্ছে, প্রয়োজনে আমরা তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে আসব। প্লাস্টিক সার্জারির জন্য দিল্লিতে নিয়ে আসারও সম্ভাবনা রয়েছে।

নিউটাউনের মৃধা মার্কেটে আগুনে পুড়ল ১২টি অস্থায়ী দোকান, কেউ হতাহত হননি

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): নিউটাউনের জ্যোতিনগরের মৃধা মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ১২টি অস্থায়ী দোকান। শনিবার ভোরে মৃধা মার্কেটে আগুন লাগে। খবর পেয়ে অকুস্থলে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন, পরে আরও দু''টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভাতে পৌঁছয়। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে সব কিছু। দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ১২টি অস্থায়ী দোকান পুড়ে গিয়েছে।

দমকলের প্রাথমিক অনুমান, কোনও একটি দোকানে শর্ট সার্কিট থেকে প্রথমে আগুন লাগে। তারপরে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি দোকান গুলিতে সিলিন্ডার মজুত থাকায় ব্যাপক বিস্ফোরণ হয়। যার ফলে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকাবাসীদের মধ্যে। তারাই দমকলে খবর দেয় বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ধরে দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনই জানা যায়নি। হতাহতের কোনও খবর নেই।

চলতি বছর কাশ্মীরে ৯৩টি সফল এনকাউন্টারে নিকেশ ১৭২ জন জঙ্গি : এডিজিপি কাশ্মীর

শ্রীনগর, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : চলতি বছর কাশ্মীরে ৯৩টি সফল এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ১৭২ জন জঙ্গি। নিহত ১৭২ জন সন্ত্রাসীর মধ্যে ৪২ জন বিদেশি জঙ্গি। ২০২২ সালের অন্তিম দিনে এমনটাই জানিয়েছেন কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার। তিনি শনিবার বলেছেন, ২০২২ সালে কাশ্মীরে মোট ৯৩টি সফল এনকাউন্টারে ৪২ জন বিদেশি সন্ত্রাসী-সহ ১৭২ জন সন্ত্রাসীকে নিরস্ত্র করা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, এই ১৭২ জন জঙ্গির মধ্যে ১০৮ জন এলইটি/টিআরএফ জঙ্গি, জৈশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের ৩৫ জন জঙ্গি নিকেশ হয়েছে, হিজবুল মুজাহিদিনের ২২ জন সন্ত্রাসী, আল-বদর জঙ্গি সংগঠনের ৪ জন সন্ত্রাসী ও আনসার-উল-গাজওয়াতুল হিন্দ জঙ্গি সংগঠনের ৩ জন সন্ত্রাসী নিরস্ত্র হয়েছে। কাশ্মীরের এডিজিপি বিজয় কুমার আরও জানিয়েছেন, এই বছর সন্ত্রাসী সংগঠনে নতুন নিয়োগের ১০০টি খবর পাওয়া গিয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৩৭ শতাংশ কম। সর্বাধিক ৭৪ লস্কর-ই-তৈবাতে যোগদান করেছে। মোট নিয়োগের মধ্যে এনকাউন্টারে ৬৫ জন সন্ত্রাসী নিরস্ত্র হয়েছে, ১৭ জন সন্ত্রাসী গ্রেফতার এবং ১৮ জন সন্ত্রাসী এখনও সক্রিয় রয়েছে।

২০২৩-এ কি চাই/৪ নববর্ষের চার ইচ্ছে, মধুছন্দা ভট্টাচার্য

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : ১) বালিকা ও মহিলারা নিজের এবং অপরের প্রয়োজনে কোনও রক্ষক বা অভিভাবক ছাড়াই নিশ্চিন্তে, সুরক্ষিতভাবে পথে চলতে পারবে তা সে যত গভীর রাতই হোক না কেন।

২) সংরক্ষণ তো আছেই। তবে তার জন্য প্রকৃত মেধা যাতে না অবহেলিত বা বঞ্চিত হয়, সেই পরিকাঠামো যেন থাকে। দ্বাদশ স্তরে ৯৫ শতাংশের বেশী নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীদের নিজের ইচ্ছামত যে কোনও বিষয় নিয়ে পড়ার অধিকার সরকারিভাবে স্বীকৃত হোক ও ব্রেইন ড্রেইন বন্ধ হোক।

৩) স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আত্ম ত্যাগী মনীষীদের জীবনী ও বাণী আবশ্যক পৃথক বিষয় হিসেবে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হোক যা পরবর্তী জীবনে দেশের নাগরিকদের নৈতিক মনের উন্নতি করবে ও দেশাত্মবোধের প্রাণিত করবে।

৪) মানুষ সতর্কভাবে পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠবে।

বিজেপিকে নিজের গুরু মনে করি, তাঁরাই আমাকে পথ দেখাচ্ছেন : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): বিজেপিকে নিজের গুরু বলে মনে করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার কংগ্রেসের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমি চাই তাঁরা (বিজেপি) আমাদের আরও আক্রমণাত্মকভাবে আক্রমণ করুক, এর সাহায্যে কংগ্রেস দল তাঁদের আদর্শ বুঝতে পারবে। আমি তাঁদের (বিজেপি) আমার গুরু হিসাবে বিবেচনা করি, তাঁরা আমাকে পথ দেখাচ্ছেন এবং আমাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।'

রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমি যখন ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেছিলাম, তখন এই যাত্রাকে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত একটি সাধারণ যাত্রা হিসাবে ভেবেছিলাম। ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে পারলাম এই যাত্রার একটা কণ্ঠস্বর ও অনুভূতি আছে। আমি বিজেপি এবং আরএসএস-এর মানুষজনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তাঁরা আমাদের যত বেশি টার্গেট করবে, তাতে আমাদেরই উপকার হবে।' রাহুলের কথায়, 'ভারত জোড়ো যাত্রার দরজা সবার জন্য খোলা, আমরা কাউকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধা দেব না। অখিলেশ জি, মায়াবতী জি এবং অন্যরা 'মোহাব্বত কা হিন্দুস্তান' চান এবং আমাদের সঙ্গে আদর্শের কিছু সম্পর্ক রয়েছে।'

টি-শার্ট পরা নিয়ে বেশ কয়েকবার কটাক্ষ শুনতে হয়েছে রাহুলকে, প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যেও টি-শার্ট পরেই ভারত জোড়ো যাত্রায় হেঁটেছেন রাহুল। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে টি-শার্ট-এর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে রাহুল বলেছেন, 'টি-শার্ট নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? আমি সোয়েটার পরি না কারণ আমি শীতের ভয় পাই না। ঠাণ্ডা লাগলে সোয়েটার পরার কথা ভাবব।'

জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় খাদে পড়ল গাড়ি; ৩ জনের মৃত্যু, প্রাণে বাঁচলেন একজন

শ্রীনগর, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, ওই গাড়িতে থাকা একজন যাত্রী আহত হয়েছেন। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কাঠুয়া জেলার বানি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছেন, বানি-বসোলি সড়ক থেকে যাওয়ার সময় গেরা অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় জেকে ০২ বি আর ৫৮৩৪ নম্বরের একটি গাড়ি।

অনেক নীচে খাদে গাড়িটি পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের, একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃতরা হলেন-অজয়, মোহন লাল ও কাকু রাম। মোহন লাল ও কাকু রামের বাড়ি ডোডা জেলায়, অজয় বিল্লাওয়ারের বাসিন্দা। স্টেশন হাউস অফিসার জসবিন্দর সিং বলেছেন, একজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বালুরঘাটে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দরজা ভেঙে লুঠ বিভিন্ন খাওয়ার সামগ্রী

বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার লালপুর এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দরজা ভেঙে শিশুদের খাওয়ার সামগ্রী চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা। শনিবার সকালের চুরির বিষয়টি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হিলি থানার পুলিশ।

সূত্রের খবর, হিলি থানার ধলপাড়া পঞ্চায়েতের লালপুর যুবকল্যাণ সংঘের পাশেই ২৯ নম্বর লালপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ষাটজন শিশু রয়েছে। পঠনপাঠনের ঘর সহ একটি রান্নার ঘর রয়েছে। অভিযোগ, এদিন সকালে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দরজা ভাঙা অবস্থায় নজরে আসে স্থানীয়দের। পরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকারা সেন্টারে পৌঁছে দেখেন খাদ্যসামগ্রী লুঠ হয়েছে। ঘটনার জেরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হিলি থানার পুলিশ আধিকারিকেরা।যদিও এই ঘটনায় এখনও কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

৭ জানুয়ারি ছত্তিশগড় সফরে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

রায়পুর, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ৭ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ড থেকে ছত্তিশগড় পৌঁছবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ওইদিন রায়পুরে পৌঁছানোর পরে তিনি কোরবা জেলায় যাবেন যেখানে তিনি একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করবেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের শেষের দিকে ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এমন পরিস্থিতিতে বছরের শুরুতেই অমিত শাহের ছত্তিশগড় সফরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতর থেকে এখনও কোনও সূচি জারি করা হয়নি, তবে অমিত শাহের আসার খবরে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উতাহ তৈরি হয়েছে।

এয়ারলিফ করে দিল্লি আনা হতে পারে ঋষভকে, জানালেন ডিডিসিএ'র ডিরেক্টর

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ভারতীয় ক্রিকেটার ঋষভ পন্থকে এয়ারলিফ করা হতে পারে। এখন দেরাদুনের ম্যাক্স হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এই কিপার- ব্যাটার। সেখানে দিল্লি ডিস্ট্রিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের একটি দল গিয়েছে। ডিডিসিএ-এর ডিরেক্টর শ্যাম শর্মা জানিয়েছেন, প্রয়োজন পড়লে ঋষভকে দিল্লিকে নিয়ে আসা হবে। একটা সম্ভাবনা রয়েছে যে, ওকে প্লাস্টিক সার্জারির জন্য দিল্লিতে উড়িয়ে নিয়ে আসা হতে পারে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোরে দিল্লি থেকে নিজের গাড়ি চালিয়ে উত্তরাখণ্ডের রুরকিতে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন ঋষভ। পথে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ভারতীয় ক্রিকেটার। তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, ড্রাইভিং সিটে বসে তাঁর চোখ বুজে এসেছিল। আর খনিকের সেই অসতর্কতায় এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ এবং একাধিক ভিডিও এসেছে।ঋষভের গাড়ি দুর্ঘটনার কারণে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়েছে। পুরো ঘটনাটি পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্বাস্থ্য উপকারিতার জন্য বিশেষ প্রয়োজন তুলসি

তুলসি মোটেও মিষ্টি ধরনের কোন উদ্ভিদ নয়, যা খাদ্যে স্বাদ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

এই সবুজ উদ্ভিদ ওসিমিয়াম টেনুইফ্লরাম বা তুলসি নামে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বেশ পরিচিত। চোখের রোগ থেকে শুরু করে দাদ সারাতেও এটি ঔষধী উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তুলসির পাতা থেকে বীজ, সবকিছুই শরীর-মন সুস্থ রাখতে বলবর্ধক হিসেবে কাজ করে থাকে।

তুলসির বিভিন্ন অংশ যেসব চিকিতার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে-

১. ব্রঙ্কাইটিস: তুলসির পরিষ্কার ফুল এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

২. ম্যালেরিয়া: পাতা ও বীজ কালো গোলমরিচের সাথে ব্যবহার করা হয়।

৩. ডায়রিয়া, মাথা ঘুরানো ও বমিভাব: সম্পূর্ণ উদ্ভিদটিকে ব্যবহার করা হয় এ সমস্যার ক্ষেত্রে।

৪. চর্বি: এ ধরণের সমস্যার জন্য সম্পূর্ণ উদ্ভিদ দিয়ে ট্যাবলেট এবং মলম তৈরি করে ব্যবহার করা হয়।

৫. আলসার ও চক্ষু রোগ: এই উদ্ভিদটির অ্যালকোহল নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

৬. পোকাকামড়: পাতা থেকে তেল সংগৃহীত করে ব্যবহার করা হয়।

বহু গবেষণায় মানুষের চিকিতার জন্য তুলসির ব্যবহার গবেষকরা সমর্থন করে থাকেন। পুষ্টির মান সহ এতে রয়েছে উচ্চমাত্রা সম্পন্ন: ভিটামিন এ ও সি, ক্যালসিয়াম, জিংক, ক্লোরোফিল।

তবে তুলসি পাতা প্রাকৃতিক ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করলেও চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত এছাড়াও চিকিতকের অনুমোদনে কোনো ঔষধ সেবনরত অবস্থায় এটি সেবন বা ব্যবহার না করাই উত্তম।

তুলসি পাতার নানাবিধ শারীরিক উপকারিতার মাঝে প্রধান কয়েকটি উপকারিতা এখানে তুলে ধরা হলো।

কমায় মানসিক চাপ ও অশান্তি

আয়ুর্বেদ জার্নাল এবং ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন এর তথ্যানুযায়ী, ডায়াজেপাম এবং অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগস এর তুলনায় বেসিল এর মধ্যে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এবং বিরোধী-উদ্বেগ বৈশিষ্ট্য বেশি রয়েছে। এক গবেষণায় তুলসি পাতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যারা নিয়মিত ৫০০ মিলিগ্রামের মতো তুলসি গ্রহণ করেন তাদের মাঝে উদ্বেগ, মানসিক চাপ ও বিষণ্ণতা তুলনামূলক কম থাকে।

আয়ুর্বেদিক অনুশীলনকারীরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তুলসি পাতা দিয়ে চা পান করতে, এটি ক্যাফেইনমুক্ত এবং প্রতিদিন পান করা যাবে। এছাড়া এই চা পানের মাধ্যমে যোগব্যায়াম সমপরিমাণ মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যাবে।

শরীরকে প্রাণবন্ত ও উতুল্ল করে

তুলসি পাতায় থাকা পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরকে ডিটক্স করতে সহায়তা করে। স্টাডিজ ট্রাস্টেড জানাচ্ছে, তুলসি শরীরকে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান থেকে রক্ষা করে এবং ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে সুস্থ রাখে। এতে করে শরীর প্রাণবন্ত ও উতুল্ল থাকে।

ইনফেকশন ও ক্ষত প্রতিরোধ করে

সার্জারি হওয়ার পরে ক্ষতস্থান দ্রুত ভালো হওয়ার জন্য তুলসি পাতা ব্যবহার করেন অনেকেই। তুলসি ক্ষতস্থানের শক্তি পুনঃরুদ্ধার করে, ক্ষত সারানোর সময় কমিয়ে আনে এবং দ্রুত কাজ করতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানীরা জানান, তুলসি পাতা যেমন- মুখের আলসার, ব্রন, পুরনো দাগের মতো ইনফেকশন ও ক্ষত থেকে রক্ষা করে।

রক্তে চিনির মাত্রা কমায়

যদি আপনার প্রিডায়বেটিস বা টাইপ-২ ডায়বেটিস থাকে, তবে তুলসি পাতা তা কমাতে সাহায্য করবে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে- ওজন বেড়ে যাওয়া, রক্তে অধিক ইনসুলিন, উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপের মতো ডায়বেটিসের লক্ষণসমূহ কমাতে তুলসি কাজ করে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, তুলসি ৩০ দিনে ২৪ শতাংশ ব্লাড-সুগার কমাতে পারে। তবে, খাদ্যাভ্যাসে এটি যুক্ত করার পূর্বে চিকিতকের পরামর্শ নিতে হবে।

কমায় কোলেস্টেরলের মাত্রা

যেহেতু তুলসি পাতার কাজই হচ্ছে বিপাকীয় চাপ কমানো, তাই এটি ওজন ও কোলেস্টেরল কমাতেও কাজ করে। এটি ক্ষতিকর কোলেস্টেরল হ্রাস করে, ভালো কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করে। তুলসি পাতা, তেল, তুলসি গুঁড়ার কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে থাকে।

সুস্থ রাখে পাকস্থলী

তুলসি প্রাকৃতিকভাবে পেটের সমস্যা আলসার থেকে প্রতিহত করে এবং প্রতিরক্ষা করে। উপকারী এই পাতা পেটের অ্যাসিড হ্রাস করে, মিউকাস নিঃসরণের মাত্রা বাড়ায়, মিউকাস কোষের আয়ু বৃদ্ধি করে। পেপটিক আলসার হলে বাজারের ওষুধ গ্রহণে পার্শ-প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে তুলসি -পাতা গ্রহণে উপকার দেখা দেবে।

শরীরে মারাত্মক কোনো রোগ আছে কিনা বুঝুন ১০ লক্ষণে দেখেনিন

আমাদের দেহ আসলে অবিশ্বাস্যরকমভাবে জটিল। এতে সার্বক্ষণিকভাবে সক্রিয় নানা অঙ্গ যেমন আছে তেমনি আছে কখনোই না ঘুমানো একটি মস্তিষ্ক। আর প্রতিটি সিস্টেমই একটি আরেকটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। কোনো একটা সিস্টেমে সমস্যা হলে অন্য সিস্টেমেও তার প্রভাব পড়ে। এবং নানা বাহ্যিক লক্ষণে তা স্পষ্ট হয়।

এখানে রইল এমন দশটি লক্ষণের বিবরণ যেগুলো দেখলে বুঝতে হবে আপনার দেহের ভেতরে মারাত্মক কোনো সমস্যা হয়েছে।

১. চুলকানিযুক্ত র্যাশ এবং একাধিক জায়গায় স্ফীতি

বেশিরভাগ ত্বকের অ্যালার্জি একটি বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যদি আপনার দেহের একাধিক অংশে চুলকানিযুক্ত র্যাশ এবং ফোলা দেখা দেয় তাহলে তা দেহের ভেতরের কোনো সিস্টেমের সমস্যার কারণে হয়েছে। যা শুধু একজন ডাক্তারই সারিয়ে তুলতে পারবেন।

২. ক্ষুধামান্দ্য

ক্ষুধার অনুভূতি কমে যাওয়া বেশিরভাগ রোগেরই একটি ক্ল্যাসিক লক্ষণ। আর তা যদি বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে স্থায়ী হয় তাহলে তা হতে পারে ক্যান্সারের শেষ পর্যায়ের লক্ষণ।

৩. মূত্রাশয় এবং অন্ত্রের সমস্যা

হঠাতকরেই যদি আপনার টয়লেটে যাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় বা কমে যায় তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই উদ্বেগের কারণ। বেশি বেশি পেশাব হওয়াটা ডায়াবেটিসের লক্ষণ।

৪. হাত কাঁপা, স্পষ্ট স্বপ্ন, এবং মাংসপেশির অনিচ্ছাকৃত ভাঁজ

এগুলো হলো পারকিনসনস রোগের লক্ষণ। সুতরাং আপনি যদি হাত কাঁপার কারণে লিখতে না পারেন বা আপনার ঘাড় এবং অন্য কোনো অঙ্গ অনিচ্ছাকৃতভাবে মাঝেমধ্যেই বেঁকে যায় বা ভাঁজ পড়ে তাহলে দ্রুত কোনো স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিতকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৫. হঠাতমেজাজ-মর্জির পরিবর্তন

নারীরা অনেক সময় তাদের মাসিক ঋতুস্রাবের আগে এ ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হন। এসময় তাদের মেজাজ খিটমিটে হয়ে যায়। কিন্তু আপনার যদি কোনো কারণ ছাড়াই এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তা হতে পারে আপনার দেহের ভেতরের কোনো সিস্টেমের মারাত্মক কোনো সমস্যার লক্ষণ।

যাদের অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড বা মূত্র গ্রন্থির পাশে বা ওপরে টিউমার হয়েছে তাদের রক্তে অ্যাড্রেনালিন উচ্চ মাত্রায় বেড়ে গেছে। যার ফলে হার্টের তড়পানি বেড়ে যাওয়া, আগ্রাসী মনোভাব সৃষ্টি এবং নানা সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

৬. রাতে ঘুমের মধ্যে উচ্চ আওয়াজে নাক ডাকা

যারা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকেন তারা মূলত স্লিপ অ্যাপনিয়া নামের একটি রোগে আক্রান্ত। এর মানে হলো তাদের শ্বাসনালী ঘুমের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। জিহ্বা পেছনের দিকে চলে যাওয়ার কারণে বা তাদের শ্বাসনালীর কাঠামোগত কোনো সমস্যার কারণে এমনটা হয়।

এই ধরনের সমস্যা এড়ানোর জন্য বুকের ওপর ভর দিয়ে বা উপুড় হয়ে শোওয়ার চেষ্টা করুন। এতে শ্বাসনালী খোলা থাকবে এবং কোনোভাবেই বন্ধ হবে না। কিন্তু এরপরও যদি নাকডাকার সমস্যা দূর না হয় তাহলে আপনার অবশ্যই একজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা জরুরি।

৭. ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করা

অনেক সময় অচেতনভাবেই দাঁত কিড়মিড় করতে পারেন কেউ কেউ। একে বলে ব্রুক্সিজম। আর সাধারণত এই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত লোকের পাশে ঘুমালে আপনিও এমনটা করতে পারেন। অথবা পেছনের দাঁতে তীব্র সংবেদনশীলতা থাকলেও এমনটা ঘটতে পারে।

এই ধরনের সমস্যা হতে পারে মানসিক স্ট্রেস বা অবসাদের কারণে। ফলে মানসিক চাপ দূর হয়ে গেলে এই সমস্যাও আর থাকে না। কিন্তু অনেক সময় আপনার চোয়াল এতে অভ্যস্থ হয়ে পড়তে পারে। এমনকি মানসিক চাপ না থাকা অবস্থায়ও। তখন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এমন অভ্যাস-ভাঙ্গার জন্য দাঁতের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হতে পারে।

৮. দেহ থেকে নিঃসরিত কোনো তরলের মধ্যে রক্ত

কফ, পেশাব, বুকের দুধ, বা পায়খানার সঙ্গে যদি রক্ত বের হয় তাহলে আর দেরি না করে দ্রুত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কারণ দেহের কোনো তরলের সঙ্গে রক্ত যাওয়াটা দেহের ভেতরের মারাত্মক কোনো রোগের লক্ষণ।

৯. খাবার খাওয়ার পর নিয়মিতভাবে পাকস্থলিতে এসিড উদগীরণ

আপনার যদি প্রায়ই খাবার খাওয়ার পর পাকস্থলিতে এসিডের উদগীরণ হয় এবং বুক ও গলা জ্বালাপোড়া করে তাহলে আপনি হয়তো জিইআরডি বা গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ নামের রোগে আক্রান্ত। আর বেশিরভাগ সময়ই মশলাদার এবং ভাজাপোড়া খাবার খাওয়ার কারণে এই রোগ হয়ে থাকে। তথাপি অনেক সময় একদমই ভিন্ন কোনো কারণে এই রোগ হতে পারে। সুতরাং দীর্ঘদিন ধরে এসিডিটির সমস্যা হলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

১০. চোখ, ত্বক এবং জিহ্বায় হলুদ আভা আপনার চোখ, জিহ্বা, ত্বক এবং হাতের তালুতে হলুদাভ ছোপ পড়লে বুঝতে হবে আপনার জন্ডিস হয়েছে। লিভারের সমস্যার কারণে এমনটা হয়। সুতরাং এমন সমস্যা দেখা দিলে দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারের কাছে যান।

কি হতে পারে সকালে দাঁত না মেজে জল পান করলে

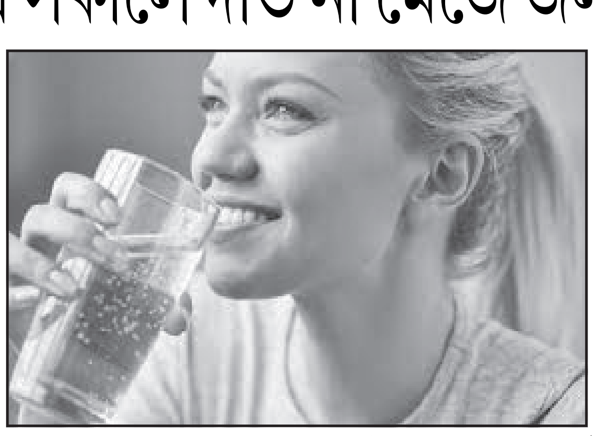

এই জলর মাত্রা শরীরকে সুস্থ রাখতে, শরীরের নানাবিধ কার্যাবলিকে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। যে কারণে নিয়মিত আট-দশ গ্লাস পরিমাণ জল পানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এমনকি শারীরিক বহু সমস্যা ও জটিলতা এড়ানো যায় জল পানের সুঅভ্যাস বজায় রাখার মাধ্যমে।

কিন্তু আজকের ফিচারের বিষয়টি একেবারেই ভিন্ন।

শুধু জল পানের গুরুত্ব নয়, আজকে কথা বলা হবে সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে জল পানের বিষয়টি নিয়ে। অনেকের মাঝেই একটি ভ্রান্ত ধারনা আছে- দাঁত না মেজে বাসি মুখে জল পান করলে অসুস্থতার সম্ভবনা থাকে। বিষয়টি কতটা সঠিক?

আদতে বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। অর্থাতদাঁত না মেজে জল পানের স্বাস্থ্যহানির সম্ভবনা তো নেই-ই, বরং রয়েছে বহু স্বাস্থ্য উপকারিতা।

অনেকে ভাবেন বাসি মুখে জল পানের ফলে দাঁত ও মুখের স্যালাইভাতে থাকা ব্যাকটেরিয়া পেটে গেলে সমস্যা তৈরি হবে। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা নেই। বরং এই সকল ব্যাকটেরিয়া জল পানের সঙ্গে পাকস্থলীতে গেলে, পাকস্থলিস্থ অ্যাসিডে মারা যায়। ফলে দাঁত না মেজে জল পানে কোন সমস্যা নেই।

এছাড়া জাপানিজ সংস্কৃতির অংশ হলো সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাসি মুখে একসাথে দুই গ্লাস জল পান করা। এমনই ডাক্তাররাও খালি পেটে দুই গ্লাস জল পানের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই জেনে রাখুন দাঁত না মেজে জল পানের কিছু দারুণ উপকারিতা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

উপরেই বলা হয়েছে দাঁত না মেজে জল পানের ফলে দাঁত ও মুখের স্যালাইভায় থাকা ব্যাকটেরিয়া পেটে প্রবেশ করে ও পাকস্থলিস্থ অ্যাসিডের প্রভাবে মরে যায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খুব সহজেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শরীর জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়ায় করা শিখে যায়।

পাকস্থলী সুস্থ রাখে

সকালে একদম খালি পেটে জল পানের ফলে পেটের বর্জ্য পদার্থ সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে যায়। এতে করে পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র সুস্থ থাকে এবং তার স্বাভাবিক কাজ চালু রাখতে পারে।

মেটাবলিজমের মাত্রা বৃদ্ধি করে

ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মেটাবলিজমের মাত্রা অনেকখানি প্রভাব ফেলে। এই মেটাবলিজমের মাত্রা বৃদ্ধি পায় নিয়মিত খালি পেটে জল পানের অভ্যাসের ফলে। এছাড়াও খালি পেটে জল পান করলে দিনভর শরীরে আর্দতা বজায় থাকে।

ওজন কমাতে সাহায্য করে

সকালে খালি পেটে দুই গ্লাস পরিমাণ জল পান করার পরে স্বাভাবিকভাবেই পেট ভরে যাবে। এতে করে বাড়তি খাবার খাওয়ার চাহিদা তৈরি হবে না।

মাঝে মধ্যেই ঘুমের ভেতর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়?

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিলেন আরাম করে। হঠাতনিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, ভেঙে গেল ঘুম। ঘুম ভেঙেই ক্ষান্ত নয়, আটকে যাওয়া দম ফেরাতে হতে হলো গলদঘর্ম। জল খেয়ে, বড় বড় শ্বাস নিয়ে এরপর কিছুটা স্থিতিশীল হওয়া গেল। এই দৃশ্য যদি আপনার কাছেও পরিচিত লাগে তবে জেনে নিন, এই সমস্যার বৈজ্ঞানিক নাম স্লিপ অ্যাপনিয়া।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা বেশিরভাগের জন্যই ভয়াবহ।

ঘুমে থাকাকালীন হঠাত নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার সমস্যা হতে পারে অনেকের। গবেষকরা বলছেন, এই সমস্যার কারণ হতে পারে জিহ্বায় বাড়তি চর্বি বা মোটা জিহ্বা। সম্প্রতি এক গবেষণায় এমনটাই দেখা গেছে। স্লিপ অ্যাপনিয়ার ক্ষেত্রে এ সমস্যা ছাড়াও ঘুমের ভেতর জোরে নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিঃশ্বাসের শব্দও জোরে হতে পারে। আবার অনেক সময় নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হলে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমে ব্যঘ্যাত হলে পরদিন সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব থেকে যায়।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়াও স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভোগা ব্যক্তিরা ঘুমের মধ্যে জোরে নাক ডাকেন বেশি। তাদের নিঃশ্বাসে উঁচু শব্দ যুক্ত হতে পারে এবং অনেক সময় নিঃশ্বাস না নিতে পারার কারণে ঘুমের মধ্যে তাদের শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। এসব কারণে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, পরবর্তীতে যা অনেক বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। এসব রোগীদের অনেকেরই তাই পরদিন ঘুম ঘুম ভাব থাকে।

শুধু স্বাস্থ্যবান হলেই যে এমন সমস্যা হতে পারে তা কিন্তু নয়। বরং স্বাস্থ্যবান না হলেও জিহ্বা চর্বিযুক্ত হতে পারে। গবেষকরা এমন সব খাবারের সন্ধান করছেন, যেগুলো জিহ্বায় চর্বি কম যোগ করে থাকে। গবেষকরা বলছেন, এটি জন্মগত অথবা পারিপার্শকি কারণে হতে পারে। জিহ্বায় চর্বি যত কম, ঘুমের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার সমস্যাও তত কম হবে বলে মনে করেন তারা। এই সমস্যার অন্যতম একটি দিক হলো ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসনালীর উপরের আংশিক অথবা পুরোটা আটকে যাওয়া। যাদের ঘাড় ও টনসিল বড় বা ওজন বেশি তাদের এতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় বেশি থাকে। গবষেণাটি করা হয় ৬৭ জন স্থূলকায় ব্যক্তির ওপর। গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, স্থূলকায় ব্যক্তিরা তাদের ওজন দশ শতাংশ কমানোর পর স্লিপ অ্যাপনিয়ার লক্ষণগুলো প্রায় ত্রিশ শতাংশ কমে গেছে। ওজন হ্রাসের পর তাদের শ্বাসনালীর উপরের অংশের আকার পরীক্ষা করে এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারেন গবেষকরা। ওজন হ্রাস হলে চোয়ালের মাংসপেশিও কমে যায় কিছুটা। আমাদের শ্বাসনালীর দুইপাশের অংশ নিয়ন্ত্রণ করে চোয়ালের মাংসপেশী। তাই চোয়ালের মাংসপেশী কমে গেলে উপকার পাওয়া যায়। ব্রিটিশ লাঙ ফাউন্ডেশনের চিকিতক নিক হপকিনস জানিয়েছেন, ওজন হ্রাসের মাধ্যমে শ্বাসনালীর উপরের অংশ সরু হয়ে যাওয়া ঠেকানো যায়। তবে জিহ্বার চর্বি কমানোর কার্যকরী কোনো পদ্ধতি এখনও জানা নেই। তাই স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগলে তাদের জন্য কার্যকরী সমাধান এই গবেষণায় পাওয়া যায়নি।

এখন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বাড়াতে পারে আপনার স্মৃতিশক্তি

স্মৃতিশক্তিজনিত সমস্যায় ভোগেন অনেকেই।

অল্পতেই কোন বিষয়ে ভুলে যাওয়া, দীর্ঘদিন কোন কিছু ভালোভাবে মনে রাখতে না পারার মতো সমস্যাগুলো দেখা দিলে বুঝতে হবে দুর্বল স্মৃতিশক্তির সমস্যায় ভুগছেন আপনি।

আয়ুর্বেদে বহু রোগ, শারীরিক ও মানসিক সমস্যার খুব চমতার সমাধান ও চিকিৎসা রয়েছে।

কিছুক্ষণ আগে কোথায় চশমা রেখেছেন, গতকাল দুপুরে কি খেয়েছেন বা আগামীকাল কখন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে- এই বিষয়গুলো যদি পরিষ্কারভাবে মনে করতে সমস্যা হয়, তবে খুব দ্রুত আয়ুর্বেদিক উপায়ের শরণাপন্ন হতে হবে।

আয়ুর্বেদে স্মৃতিশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ও বৃদ্ধিতে বাড়তি কোন উপাদান নয়, কিছু প্রাকৃতিক ও উপকারী খাদ্য উপাদান খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

কাঠবাদাম

অন্যান্য সকল ধরণের বাদামের মাঝে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে কাঠবাদাম সবচেয়ে বেশি কার্যকরি। কারণ এই বাদামে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডস ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমূহ। যা মস্তিষ্কের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী। কাঠবাদাম খাওয়ার সবচেয়ে সঠিক প্রক্রিয়াটি হলো- সারারাত ভিজিয়ে রেখে পরদিক সকালে জল ছেঁকে এরপর দুধ ও মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া।

আমলকি

ত্বক ও চুলের পরিচর্যা, সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য তো বটেই, মস্তিষ্ক ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেও আমলকি দারুণ উপকারী প্রাকৃতিক উপাদান। পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন-সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় আমলকি নিয়মিত খাওয়ার ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় তুলনামূলক অনেক বেশি। এছাড়া নার্ভাস সিস্টেমের উপরেও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে আমলকি। ফলে বয়স্কদের আলঝেইমার রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভবনা কমিয় অনেকখানি। আস্ত আমলকি কিংবা আমলকির রস পান করা যেতে পারে।

মাছের তেল

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মাছের তেল চমতার একটি খাদ্য উপাদান, বিশেষত আপনি যদি নন-ভেজিটেরিয়ান হয়ে থাকেন। মাছের তেলে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রানিজ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। যা মস্তিষ্কের কোষের পুনর্গঠনে সাহায্য করে। যা পরবর্তিতে স্মৃতিশক্তি জোরদার করতে ভূমিকা পালন করে।

দারুচিনি

মশলা হিসেবে বিভিন্ন ধরণের বহুল ব্যবহৃত এই উপাদানটি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। আধা চা চামচ পরিমাণ দারুচিনি গুড়া এক চা চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে প্রতিদিন খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ঘি

ফ্যাট-সল্যুবল ভিটামিন ও এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের উত হলো ঘি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঘি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা, বুদ্ধিজনিত ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করতে কাজ করে। তরুণ বয়সে প্রতিদিন আধা-এক চা চামচ পরিমাণ বিশুদ্ধ ঘি গ্রহণে মস্তিষ্কের সার্বিক উন্নতি ঘটে।

সাইকেল চালালেই কমবে আপনার মেদ

অতিরিক্ত ওজন শরীরে একাধিক সমস্যা ডেকে আনতে পারে। তাই অনেকেই চেষ্টা করেন অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে ফেলতে। কিন্তু ওজন কমানোর কথা মাথায় এলে অনেকেই অনেক রকম কঠিন পরিশ্রমের কথা ভাবেন। অথচ বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন, সাইকেল চালানোর মতো নিত্যদিনের কাজেও ঝরতে পারে অতিরিক্ত মেদ। শুধু প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতির। সঠিক ভাবে মেনে চললে পাঁচটি সহজ কৌশলেই সাইকেল চালানোয় মিলতে পারে অভাবনীয় সুফল। ১। প্রস্তুতি: যে কোনও ধরনের শরীরচর্চা শুরুর আগে হাল্কা কিছু ব্যায়াম করে নিতে হয়। সাইকেল চালানোও তার ব্যতিক্রম নয়। সুফল পেতে সাইকেল চালানো শুরু করার মিনিট পনেরো আগে হালকা একটু হাঁটাহাঁটি করে নিন। এতে পেশির জড়তা দূর হবে, ঝরঝরে লাগবে শরীর। পাশাপাশি সাইকেল চালানোর সময় পরতে হবে খোলামেলা পোশাক। এর ফলে ঘাম নিঃসরণ সহজ হয়। ২। সমতলে শুরু: শুরুতেই চড়াই নয়, প্রাথমিক ভাবে সাইকেল চালানো শুরু হোক সমতলেই। প্রথমে কিছুক্ষণ এ ভাবে চালিয়ে ধীরে ধীরে চড়াইতে উঠতে পারেন, এতে শরীরের উপর আকস্মিক ধকল পড়ে না। ৩। সময় বনাম দূরত্ব: সুফল পেতে নিয়নিত দীর্ঘ সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব সাইকেল চালানোর অভ্যাস করা উচিত। তবে যাদের সাইকেল চালানোর অভ্যাস নেই তাদের ক্ষেত্রে প্রথমে কম দূরত্ব ও কম সময় ধরে শুরু করা উচিত। বিশেষত যাদের স্থূলতার সমস্যা রয়েছে তাদের প্রথমেই সময় না মেপে কতটা দূরত্ব যাওয়া যেতে পারে তার উপর মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪। সাইকেলের গতি: সাইকেল চালানোর সময় একটি নির্দিষ্ট গতি বজায় রাখা আবশ্যিক। প্রথমে মধ্যম গতিতে শুরু করে ক্রমশ দ্রুত গতির দিকে যেতে হবে। এতে যেমন দীর্ঘ সময় ধরে সম্ভব হবে সাইকেল চালানো তেমনই বাড়বে কার্যকারিতা। একটানা দ্রুত গতিতে সাইকেল না চালিয়ে কিছুটা দ্রুত গতিতে চালিয়ে আবার কিছুটা বিশ্রাম দিতে হবে শরীরকে। তেমনই বাড়বে কার্যকারিতা। ৫। সঠিক খাদ্যাভ্যাস: সাইকেল চালানোর পর, তিরিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যে পরিশ্রম অনুসারে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। পাশাপাশি সাইকেল চালানোর সময় শরীরে জল ও খনিজ পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

জয় শ্রীরাম ধ্বনিকান্ডে মুখ্যমন্ত্রীকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন তথাগত রায়

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : হাওড়া স্টেশনে জয় শ্রীরাম ধ্বনিকান্ডে মুখ্যমন্ত্রীকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। শনিবার তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, "অনুষ্ঠানের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার স্লোগান দিতে বারণ করছেন। এরকম অনুষ্ঠানে দলীয় সমর্থক থাকবেই, এবং তারা উল্টোপাল্টা চেঁচাতেও পারে। তাদের আচরণও অবশ্যই হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজেকে তাদের স্তরে নামিয়ে আনেন তাহলে বলার কিছু নেই।" তৃণমূল সমর্থক তৃষা দ্বারী টুইটারে লিখেছেন, "মতামত যদি নিরপেক্ষ দিতেন,তাহলে হয়তো কিঞ্চিৎ গ্রহনযোগ্য হতে পারতো আপনার বক্তব্য।কিন্তু আপনার লেখা পড়ে মনে হলো, মুখ্যমন্ত্রী কে কটাক্ষ করবার জন্যই লিখছেন আপনি, ওনার রেগে যাওয়া হতাশাজনক, আর কাদের আচরণ মনে হলো আশাব্যঞ্জক? সেটা কিন্তু এড়িয়ে গেলেন,সরকারি অনুষ্ঠানে দলীয় স্লোগান।" জবাবে তথাগতবাবু লিখেছেন, "মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ না করার কোনো কারণ আছে কি? যে পশ্চিমবঙ্গ সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও দেশের প্রথমে ছিল তাকে নীচে নামিয়ে এনেছে এই মুখ্যমন্ত্রীর সরকার আর তাদের গুরুঠাকুর সিপিএম ! তবে চুরি আর রাজনৈতিক নরহত্যা বাদে, এই দুটোতে পশ্চিমবঙ্গ এখনো উপরে!" প্রসঙ্গত, শুক্রবার ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়া হয়। এবার ঘটনাস্থল হাওড়া স্টেশন । বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে এই ঘটনা ঘটে।

বিরোধীরা যদি একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়, বিজেপির পক্ষে নির্বাচনে জেতা কঠিন হয়ে যাবে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): বিরোধীরা যদি একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কার্যকরভাবে রুখে দাঁড়ায়, আমি তৃণমূল স্তর থেকে যা শুনছি, বিজেপির পক্ষে নির্বাচনে জেতা খুব কঠিন হয়ে যাবে। এই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনে কংগ্রেস জিতবেই, প্রয়োজন হলে তিনি লিখে দিতে পারেন।

শনিবার কংগ্রেসের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী বলেছেন, বিরোধীরা যদি একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কার্যকরভাবে রুখে দাঁড়ায়, আমি তৃণমূল স্তর থেকে যা শুনছি, বিজেপির পক্ষে নির্বাচনে জেতা খুব কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু বিরোধী দলকে সঠিকভাবে সমন্বয় করতে হবে এবং বিরোধী দলকে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনগণের কাছে যেতে হবে। রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেছেন, বিজেপি ও কংগ্রেসের লড়াই আর কৌশলী রাজনৈতিক লড়াই নয়। বিরোধীদের একটি কেন্দ্রীয় আদর্শিক কাঠামোর প্রয়োজন যা শুধুমাত্র কংগ্রেসই দিতে পারে, কিন্তু আমাদের ভূমিকা হল বিরোধী দলগুলি যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তা নিশ্চিত করা। রাহুলের কথায়, আমি লিখিতভাবে এটা দিতে পারি যে মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনে কংগ্রেস সুইপ করতে চলেছে। বিজেপিকে কোথাও দেখা যাবে না। আমি আপনাদের এই গ্যারান্টি দিতে পারি। মধ্যপ্রদেশের প্রতিটি মানুষ জানেন বিজেপি টাকা ব্যবহার করে সরকার গঠন করেছে।

বিলুপ্ত অসমের চারটি জেলা, সিদ্ধান্ত রাজ্য ক্যাবিনেটের, জানান হিমন্তবিশ্ব

১ জানুয়ারি অসমবাসীর জন্য নববর্ষের উপহারস্বরূপ ১০০টি সিএনজি বাস সহ কয়েকটি প্রকল্প চালু করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের চারটি জেলাকে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য ক্যাবিনেট। এতে অসমের জেলা-সংখ্যা কমে হয়েছে ৩১। পাশাপাশি আগামীকাল ১ জানুয়ারি অসমবাসীর জন্য নববর্ষের উপহারস্বরূপ ১০০টি সিএনজি বাস সহ কয়েকটি নতুন প্রকল্প চালু করবেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ শনিবার নয়াদিল্লির আসাম হাউসে রাজ্য মন্ত্রিসভা বৈঠকের পর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সাংবাদিক সম্মেলনে চারটি জেলা বিলুপ্তিকরণ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সিদ্ধান্ত তাঁর ব্যক্তিগত এবং দলের লাভালাভের কথা ভেবে নেওয়া হয়নি। অসমের ভবিষ্যত তথা জাতীয় জীবনের আগামীদিনের কল্যাণ এবং প্রশাসনিক সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে চার জেলা বিলুপ্ত করে আগের জেলাগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে সেগুলি যথাক্রমে বিশ্বনাথকে শোণিতপুরের সঙ্গে, বজালিকে বরপেটার সঙ্গে, হোজাই জেলাকে নগাঁওয়ের সঙ্গে এবং তামুলপুর জেলাকে পুনরায় বাকসার সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

এছাড়া উত্তর গুয়াহাটির টাউন কমিটিরও অদলবদল করা হবে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখান থেকে উত্তর গুয়াহাটি কামরূপ মহানগরের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। তবে চার জেলা বিলুপ্তির মতো সিদ্ধান্ত সাময়িক সিদ্ধান্ত বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ১৪টি জেলার মানচিত্র পরিবর্তন হবে। পরিবর্তন হবে ১৪টি জেলার গ্রামও। জেলাশাসকদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, গতকাল গোটা রাত জেগে বিষয়টির ওপর মন্ত্রিসভার সকল সদস্যদের সঙ্গে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিস্তারিত তথ্য দিয়ে হিমন্তবিশ্ব বলেন, সব জেলায় পুলিশ ও বিচারবিভাগ চালু থাকবে এবং এ সময়ের মধ্যে সৃষ্ট অন্য সব জেলা অফিসও চলবে যাতে কোনও আধিকারিক ও কর্মচারী কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হন। তিনি জানান, পূর্বোক্ত জেলাগুলির জেলাশাসকরা যেগুলিকে পুনরায় একত্রিত করা হবে, তাঁরা এসডিও-ইন-চার্জ হিসাবে কাজ করবেন না, নতুন একজন সিনিয়র অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিসি)-কে এসডিও হিসাবে নিয়োগ করা হবে। চার জেলা বিলুপ্তিকরণের বিষয়টি আজই তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করতে ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারিও হয়ে গেছে, জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ ৩১ ডিসেম্বর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কারণ, ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-এর নির্দেশ অনুযায়ী অসমের বিধানসভা এবং সংসদীয় এলাকা পুনর্গঠন প্রক্রিয়া আগামীকাল ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে। রাজ্য সরকারকে নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমানা পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও নতুন প্রশাসনিক ইউনিট তৈরি না করার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তিনি জানান, যা কিছু মুলতুবি প্রস্তাব ছিল, বা ১৩-১৪টি পুনর্নির্মাণ, একীকরণ প্রক্রিয়া ছিল, সে সবও আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী অসমবাসীর জন্য নববর্ষের উপহারস্বরূপ আগামীকাল ১ জানুয়ারি (২০২৩) ১০০টি সিএনজি বাস চালু করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর আরও ঘোষণা, আগামীকাল কয়েকটি প্রকল্পও রাজ্যবাসীকে ইংরেজি নববর্ষের উপহার দেবে তাঁর সরকার।

জয় শ্রী রাম প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষকে পাল্টা দিলেন কুণাল

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : "রামকে বিজেপি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ভাবা বন্ধ করুক।" বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শনিবার এই ভাষাতেই তোপ দাগেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে হাওড়া স্টেশনে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে থাকেন কেউ বা কারা। ছুটে এসে পরিস্থিতি সামালানোর চেষ্টা করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। অনেক বোঝানোর পরও ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে ওঠেননি।

মঞ্চের পাশে চেয়ারে বসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। এর আগেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, "ভারতে বন্দেমাতরম বলতেও বাধা নেই, জয় শ্রী রাম বলতেও বাধা নেই। আপনি ক্ষেপে যাচ্ছেন, আমাদের রোজ জয়বাংলা বলা হয়, কালো পতাকা দেখানো হয়। আমরা তো ক্ষেপে যাচ্ছি না।" তারই জবাবে শনিবার মুখ খোলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রীর সামনেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করার সময়ে দর্শকাসন থেকে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ওঠে। মঞ্চে বলতে উঠে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। বক্তৃতা না দিয়েই পোডিয়াম থেকে নেমে যান মুখ্যমন্ত্রী।

লিফলেট পড়ল কোচবিহার তৃণমূলের জেলা সভাপতির নামে

কোচবিহার, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে কোচবিহার তৃণমূলের জেলা সভাপতির নামে এবার লিফলেট পড়ল। লিফলেটে রয়েছে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের নাম। শনিবার সকালে কোচবিহারর রাজনগরের রাস্তায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ওরফে হিপ্পির বিরুদ্ধে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পাওয়া গেল লিফলেট। লিফলেটের উপরে বড় বড় করে লেখা রয়েছে, জনগণের অবগতির জন্য প্রচারিত। এরপর লেখা রয়েছে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি ও বিগত দিনের ছাত্র নেতা অভিজিৎ দে ভৌমিক সম্পর্কে জানুন। যিনি আজকে সাধু সাজার চেষ্টা করছেন। কোচবিহার শহরের বিভিন্ন কলেজে বিগত দিনে ভর্তির নামে, অনার্স পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন ও যোগ্যদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। রয়্যাল সহ বিভিন্ন চিটফান্ড থেকে সাধারণ মানুষের টাকা ভয় দেখিয়ে হাতিয়ে নেওয়া ও শিলিগুড়ির কাছে রয়্যাল এর টাকাসহ গাড়ি ছিনতাই এ অভিযুক্ত হিপ্পি। তাঁর বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি কোর্টে মামলা রয়েছে। পাশাপাশি প্রাইমারি সহ বহু চাকরি ও ট্রান্সফার করিয়েছেন মোটা টাকার বিনিময়ে।

মায়ের মমতা বাবার স্নেহ বাঁচিয়ে রাখতে নববর্ষে চার সমাজকর্মীর যৌথ আর্জি

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : "শিশু কমিশনের অফিস আছে, আলো লাগানো গাড়ি আছে, সরকারি কৌলিন্য আছে, শুধু নেই কোন দায়িত্ব।" মায়ের মমতা বাবার স্নেহ যেখানে হারিয়ে যায়। নববর্ষে এই আবহের বদল চেয়ে বিবৃতি দিলেন চার সমাজকর্মী।

শ্রমিক কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, পরিবেশ কর্মী ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কুনাল সেন, নাট্যকর্মী ও প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক তুষার ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃতিকর্মী ও প্রাক্তন ব্যাঙ্ক আধিকারিক শংকর কুশারী এইবিবৃতিতে শনিবার লিখেছেন, "মাহি শর্মা, বয়স ৭ মাস। মা মারা গেছে, বাবা গোন্দলপাড়া জুটমিলের শ্রমিক, বর্তমানে কর্মচ্যুত এবং বিভ্রান্ত ও মানসিক ভারসাম্যহীন। মাহি জানতেই পারলো না মায়ের স্নেহ কি! কারণ তার মা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে তার জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। পড়শীদের দয়া আর বৃদ্ধা ঠাকুমার কোলে এখন তার স্থান। মাহির ঠাকুমা বাচ্চি দেবীর স্বামী মারা গেছেন কিন্তু গোন্দলপাড়া জুটমিল তার স্বামীর গ্র্যাচুইটি দেয় নি। গ্র্যাচুইটির টাকা পাওয়ার জন্য বাচ্চি দেবী আদালতের দারস্থ হয়েছেন। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। অন্তহীন প্রতীক্ষারত প্রবীণা বাচ্চি দেবী, কোলে তার ৭ মাসের নাতি মাহি।

কারখানা বন্ধ থাকার সময় বিশ্বজিত দে অভাবে অনটনে আত্মহত্যা করলেন। তখন তাঁর মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে। বাবাকে হারিয়ে সে তার মাকে নিয়ে অসহায়। পেনশন কবে চালু হবে, কেউ জানে না! বিশ্বজিতের শ্বশুরমশাই আগলে রাখছেন তাঁর নাতি আর মেয়েকে। বিনা চিকিৎসায় গোন্দলপাড়া জুটমিলের শ্রমিক তেজনারায়ণ যাদব মারা গেলেন। চারটি সন্তান, যাদের বয়স এক থেকে দশ বছরের মধ্যে। পিতৃহীন সন্তানরা জানে না তারা কিভাবে বাঁচবে! তাদের মা দরজায় দরজায় ঘুরে প্রমাণ করার চেষ্টা করে চলেছেন যে তিনি তেজনারায়ণের বিধবা স্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এইভাবে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য কলকারখানা। শ্রমিকরা হতাশায় আত্মঘাতী হচ্ছেন বা বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে দিয়েছেন, কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে ৬ মাসের পর থেকে ইএসআই-এর চিকিৎসার আর কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না। কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমজীবী মানুষদের সন্তানরা এইভাবেই ক্রমাগত মায়ের মমতা বা বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছে।

কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার সমাজকল্যাণ দপ্তর তৈরি করেছেন কিন্তু সেই দপ্তর এই অনাথ শিশুদের নিয়ে সামান্যতম চিন্তিত কিনা জানা যায়নি। তাঁরা সম্ভবতঃ মনে করেন এই সমস্ত অনাথ শিশুদের সম্পর্কে তাঁদের কোন দায়িত্ব নেই। সমাজকল্যাণ দপ্তরগুলির আধিকারিকদের প্রশ্ন করলে তাঁরা অনেকে সঠিকভাবে বলতেই পারেন না তাঁদের দায়িত্বটা ঠিক কি! শিশুদের সুরক্ষার জন্য একটি কমিশন আছে। কিন্তু সেই কমিশনও মাহিদের মত অনাথ শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এমন উদাহরণ বিরল থেকে বিরলতম একটি ঘটনা। নাগরিক সমাজও যে এই অনাথ শিশুদের নিয়ে খুব চিন্তিত, একথা বলা যাবে না। নাগরিক সমাজ অনেক বেশি ব্যস্ত বিশ্বকাপ ফুটবল, নন্দনে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসব বা রাজনৈতিক তরজা নিয়ে। এই সব অনাথ শিশুরা ক্রমাগত হারিয়ে যায় অন্ধকারের জগতে। নিদ্রিত ভারত কবে জাগবে তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। যারা অনাথ শিশুদের মা বাবাকে পক্ষান্তরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল, তারা সমাজের বুকে সচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায় অথচ প্রশাসন নির্বিকার, নির্মম কারণ শিশুদের ভবিষৎ কেড়ে নেওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা ক্ষমতাবান। আমাদের ভাবতে হবে, স্বপ্ন দেখতে হবে এমন একটা নতুন দিনের যেখানে আর হারিয়ে যাবে না মায়ের মমতা আর বাবার স্নেহ।"

২০২৩-এ কি চাই/৬ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : নারী শক্তির জয়ই নববর্ষে মূল কাঙ্খিত বিশিষ্ট লেখিকা, চলচ্চিত্রকার এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের।

এই প্রতিবেদককে তিনেিন, "কমিশনের চেয়ারে বসে মহিলাদের দূর্দশা প্রত্যক্ষ করি। চেষ্টা করি তা নিরসনে। প্রার্থনা করি আকাশের দিকে হাত তুলে মেয়েরা জয়োল্লাস করুক। হোক সূর্য্যমুখী উৎসব। ব্যস্ততায় কিছু ছবির কাজ আটকে আছে। সেগুলো শেষ করতে চাই। ওয়েব সিরিজের বেশ কিছু ডাক এসেছে। মুম্বাইতে থেকে হয়ত কাজ করতে হবে। সঙ্গে লেখালেখি তো চলবেই। আর, বাবার বয়স হয়েছে। বাবা আমার শক্তি। তিনি এবং সবাই ভাল থাকুন এই প্রার্থনা করি।"

ময়দানের কাছে গাছে ধাক্কা লেগে উল্টে গেল গাড়ি, বর্ষশেষের দুর্ঘটনায় জখম ২

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : বছরের শেষ দিনও দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল মহানগর। ময়দানের কাছে ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউয়ে একটি গাছে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল বেপরোয়া গাড়ি। আহত গাড়ির দুই যাত্রী।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি কোলাঘাট থেকে আসছিল। কোনও কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় সেটি। কোনওক্রমে ভিতর থেকে চালক ও আরোহী বেরিয়ে আসেন। গাড়ির এয়ারব্যাগ খুলে যায়। তবে গাড়ির গতিবেগ বেশি থাকাতেই এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে ময়দান থানার পুলিশ। কিন্তু চালক মত্ত ছিলেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুনে—তে কালভার্ট থেকে ড্রেনে পড়ল স্কুল বাস, আহত ২৭ ছাত্রী

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): পুনে জেলার বারামতির পাহুনেওয়াড়ি এলাকায় একটি স্কুলবাস কালভার্টের নিচে ড্রেনে পড়লে আহত হয়েছেন ২৭ জন ছাত্রী। আহতদের সবাইকে বারামতি মহিলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে তিন ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বারামতি থানা পুলিশ।

পুলিশ পরিদর্শক কিরণ অবচার জানিয়েছেন, কোলহাপুর জেলার ইচলকরঞ্জির সাগর ক্লাসের অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির মেয়েদের যশোদা ট্রাভেলসের একটি বাসে শিরডি পিকনিকের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই বাসে ৪৮ ছাত্রীসহ ৫ জন শিক্ষিকা ছিলেন। শিরডি থেকে ফেরার সময় শনিবার ভোরে বারামতির পাহুনেওয়াড়িতে বাসচালকের অসাবধানতায় কালভার্টের নিচের একটি ড্রেনে পড়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় নাগরিকদের সহায়তায় আহত ছাত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবে বারমতি মহিলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ঘোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তুনিশার মৃত্যু: অভিযুক্ত শিজান খানকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠাল আদালত

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): টিভি অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার মৃত্যু মামলার অভিযুক্ত অভিনেতা তথা প্রাক্তন প্রেমিক শিজান খানকে শনিবার মহারাষ্ট্রের ভাসাই আদালত ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ জারি করেছে।

এদিন পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ওয়ালিভ পুলিশ ২৮ বছর বয়সী অভিনেতাকে আদালতে হাজির করে। এর আগে গত বুধবার ভাসাই আদালত ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত হেফাজতে রাখার সময় সীমা বাড়িয়েছিল। আজ পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শিজানকে আদালতে হাজির করা হয়। তার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে, মৃত তুনিশা এবং শিজানের মধ্যে কী ঘটেছিল তার বাস্তবতা খুঁজে বের করতে ওয়ালিভ পুলিশ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট হোয়াটসঅ্যাপে দুজনের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে স্ক্যান করতে শুরু করেছে। পুলিশ অনুসারে, তারা জুন থেকে এই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ পৃষ্ঠার চ্যাট উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শিজান এবং তুনিশা শর্মার মধ্যে মুছে ফেলা চ্যাট পুনরুদ্ধার করতে হোয়াটসঅ্যাপে একটি ইলেকট্রনিক মেইল (ই-মেইল) পাঠাবে। পুলিশ আরও বলেছে, তারা এই বিষয়ে শিজানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা করেছে।

প্রসঙ্গত, অভিনেত্রী তুনিশা শর্মা চলমান টিভি শো আলিবাবা - দাস্তান-ই-কাবুলের সেটে ২৪ ডিসেম্বর মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। একদিন পরে তার প্রাক্তন প্রেমিক তথা সহ-অভিনেতা শিজান খানকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

নকশালবাড়িতে ভারত-নেপাল সীমান্তে পাঁচটি গোরু উদ্ধার

নকশালবাড়ি, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে পাঁচটি গোরু সহ একটি পিকআপ ভ্যান আটক করল এসএসবি-র ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। শুক্রবার গভীর রাতে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ঝাপু জোত এলাকা থেকে এসএসবি-র বড় মণিরাম আউটপোস্টের জওয়ানরা টহলদারি চালানোর সময় গোরুবোঝাই ওই পিকআপ ভ্যানটি দেখতে পান।

এসএসবিকে দেখতে পেয়ে পাচারকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। জানা গিয়েছে, পিকআপ ভ্যানের ভেতর প্লাস্টিকের ত্রিপল দিয়ে গোরুগুলিকে রাখা হয়েছিল। শনিবার পিকআপ ভ্যান সহ পাঁচটি গোরুকে নকশালবাড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়।

বছরের শেষদিনেও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ শনিবার বছরের শেষদিনেও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় আটমাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।

শনিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

বছরের শেষ দিনেও ৩ মিসাইল নিক্ষেপ উ. কোরিয়ার

টোকিও, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : আবারও জাপান সাগরে স্বল্প পাল্লার তিনটি ব্যালিস্টিক মিসাইল নিক্ষেপ করল উত্তর কোরিয়া। এরমধ্য দিয়ে বছরের শেষ দিনও মিসাইলের পরীক্ষা চালিয়ে ওই অঞ্চলে উত্তেজনা অব্যাহত রাখল কিম জং উনের দেশ।

জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার সকাল ৮টার একটু পর প্রথম মিসাইলটি নিক্ষেপ করা হয় বলে। এরপর ৮টা ১৪ মিনিটের দিকে একটি এবং এর এক মিনিট পর আরেকটি মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়।

তুরস্কে পৃথক ঘটনায় নিহত ১২, আহত হয়েছেন আরও ৭ জন

আঙ্কারা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : তুরস্কে একটি রেস্তোরাঁয় বিস্ফোরণে ও নির্মাণাধীন সাইটে দুর্ঘটনায় ১২ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। শুক্রবার দিনের বেলায় দেশটির ইজমির ও আয়দিন প্রদেশে সংঘঠিত দুটি ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৭ জন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রথম ঘটনাটি ঘটে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ আয়দিনের নাজিলি জেলায় অবস্থিত একটি কাবাবের রেস্তোরাঁয়। রেস্তোরাঁয়র বিস্ফোরণে ৩ শিশুসহ ৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন পাঁচ জন। যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

প্রদেশটির গভর্নর আনাদোলু এজেন্সিকে বলেছেন, কাবাবের ওই রেস্তোরাঁর কয়েকজন কর্মী সন্ধ্যায় গ্যাসের টিউব থেকে এক ধরনের গন্ধ পাচ্ছিলেন। কিন্তু বিষয়টি বুঝে ওঠার আগেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে গ্যাসের টিউবে লিকেজের জেরেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে, বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ এখনও অস্পষ্ট। ইতোমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বিস্ফোরণে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অপর ঘটনাটি ঘটে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় ইজমির প্রদেশে। সেখানে একটি নির্মাণ সাইটে দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত এবং দুইজন আহত হয়েছেন। সেখানে একটি নতুন হোটেল তৈরি করা হচ্ছে। প্রকাশিত ফুটেজে একটি বিল্ডিংয়ের উপরের তলা থেকে একটি ক্রেন ঝুলতে দেখা গেছে। জরুরী কর্মীরা দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া এবং আহতদের খুঁজে পেতে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ চালাচ্ছেন। ইজমিরের গভর্নর ইয়াভুজ সেলিম কোগার এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, বোর্নোভা জেলার একটি ভবনের টাওয়ার সম্প্রসারণের কাজ চলাকালে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে।

চোপড়ায় ডোবা থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় ডোবা থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতার নাম সুনিতা মালাকার (৩০)। শনিবার বাড়ির ৫০০ মিটারের মধ্যে একটি ডোবা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন স্থানীয়রা ওই মহিলার দেহ ভেসে আসতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ।

সাহিত্য অকাদেমি ২০২২ সালের জন্য অবশিষ্ট পুরস্কারের ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): তপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর ”বীরবল” উপন্যাসের জন্য বাংলায় সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ২০২২-এর ঘোষণা করা হয়েছে। বইটি নির্ধারিত বাছাই প্রক্রিয়ায় তিন সদস্যের জুরি নির্বাচিত করেছে। নিয়ম অনুযায়ী বিচারকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পুরষ্কারের সুপারিশকারী জুরি সদস্যদের নাম হল গৌতম ঘোষদস্তিদার, সমরেশ মজুমদার এবং হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১১ মার্চ ২০২৩-এ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে (সাহিত্য উতব) পুরস্কার হিসাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখককে একটি খোদাই করা তামার প্লেট, শাল এবং এক লাখ টাকা পুরস্কা হিসেবে তুলে দেওয়া হবে।সাহিত্য অকাদেমি ২০২২ সালের জন্য বাংলা, মণিপুরি এবং সাঁওতালি ভাষায় অবশিষ্ট অনুবাদ পুরস্কারও ঘোষণা করেছে। অমর বাবা বালাইয়ার জন্য শোভিক দে সরকারের বাংলা অনুবাদ বই, সালাম তোম্বার মণিপুরি অনুবাদ বইয়ের জন্য অ্যাঙ্গুবা কেই-এর জন্য লক্ষ্মণ কিস্কুর সাঁওতালি থেকে অনুবাদ করা মেরোম গুপি দিন বইয়ের জন্য এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। বইটি নির্ধারিত বাছাই প্রক্রিয়ায় তিন সদস্যের জুরি নির্বাচিত করেছে। নিয়মানুযায়ী সর্বসম্মতির ভিত্তিতে বাংলা, মণিপুরি ও সাঁওতালি ভাষায় পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পুরস্কারের সুপারিশকারী জুরি সদস্যদের নাম হলেন- বাংলা ভাষার ডাঃ চৈতালী ব্রহ্ম, ভগীরথ মিশ্র, ডাঃ দেবব্রত চক্রবর্তী। মণিপুরী ভাষার ডাঃ এম প্রিয়ব্রত সিং, ডাঃ কে. নয়ন চাঁদ সিং, এল. উপেন্দ্র শর্মা এবং সাঁওতালি ভাষায় ডাঃ গুমদা মারদি, হাজম বাস্কি, লাখাই বাস্কি।আগামী বছর একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে একটি খোদাই করা তামার ফলক এবং ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার বিজয়ী অনুবাদকদের দেওয়া হবে।

৩রা জানুয়ারি মহাকরণ অভিযানের লক্ষ্যে চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ এর জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির বৈঠক করে আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

চিকিৎসককে প্রতারণা চক্রের হদিশ, ধৃত ৬

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : ভুয়ো ”পে অর্ডার” দিয়ে গাড়ি কেনার দায়ে পুলিশ ৬ জনকে গ্রেফতার করল। শনিার কলকাতা পুলিশের তরফে এ খবর জানানো হয়েছে।সামাজিক মাধ্যমে পুলিশ জানিয়েছে, ডাক্তার কনিষ্ক সরকার। নামডাক রয়েছে চিকিৎসক হিসাবে। “নিজের গাড়িটি বিক্রির জন্য খরিদ্দার খুঁজছিলেন। যোগাযোগ হল সম্ভাব্য ক্রেতাদের সঙ্গে। যারা সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট (পে অর্ডার) দিল ডাক্তারবাবুকে। গাড়ি হাতবদল হল গত ২৩ ডিসেম্বর। এবং ২৬ ডিসেম্বর ডাক্তারবাবু ব্যাঙ্ক-মারফত জানলেন, সংশ্লিষ্ট ”পে অর্ডার”-টি ভুয়ো। অভিযোগ দায়ের করলেন টালিগঞ্জ থানায়। মামলা নথিবদ্ধ হল।তদন্তে প্রথমে সংগৃহিত হল প্রয়োজনীয় নথিপত্র। পাশাপাশিই চলল সন্দেহভাজনদের ফোনালাপের কাটাছেঁড়া। সঙ্গে নিরন্তর প্রযুক্তি-প্রহরা। আন্তরিক পরিশ্রমের ফল একটা-না-একটা সময় পাওয়া যায়ই। সন্ধান মিলল ছয় অভিযুক্তের। মিঠুন শীল, নিতাই মাইতি ওরফে রাজ, বিজন দাস, চন্দন দে, সুমিত কুমার ঘোষ এবং মহম্মদ সাহাবুদ্দিন ওরফে সমীর। যাদের গতকাল গ্রেফতার করা হয়েছে কলকাতা এবং পার্শবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে, লাগাতার চোদ্দ ঘন্টার রুদ্ধশ্বাস ”অপারেশনে”।প্রযুক্তি-প্রহরায় ছিলেন দক্ষিণ বিভাগের সাইবার সেলের সার্জেন্ট শুভঙ্কর চক্রবর্তী। ঘটনায় উল্লেখিত গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট, অভিযুক্তেরা পুরনো পাপী। যাদের প্রতারণার শিকার আগেও হয়েছেন একাধিক ব্যক্তি। লোক ঠকিয়ে নিজেদের বিলাসব্যসন-আমোদপ্রমোদ, এই ট্র্যাডিশনই সমানে চলছিল।অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। তদন্তকারি অফিসার টালিগঞ্জ থানার সাব-ইন্সপেক্টর পাঞ্চজন্য সরকারের তত্ত্বাবধানে ঘটনার আরও গভীরে যাওয়ার কাজ চলছে পুরোদমে। ছবি রইল টালিগঞ্জ থানার তদন্তকারী দলের , ছয় অভিযুক্তের ও বাজেয়াপ্ত করা গাড়ির। তদন্তকারী দলের ছবিতে, বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে, কনস্টেবল প্রদীপ সরদার, লক্ষ্মী কান্ত পাত্র, আমিন আলী শেখ এবং অরুণ রায়। বসে বাঁ দিক থেকে, সার্জেন্ট প্রভাকর বাগ, টালিগঞ্জ থানার অ্যাডিশনাল ওসি ইনস্পেক্টর বোধিসত্ত্ব প্রামাণিক, সাব ইনস্পেক্টর অজিত কুমার গুপ্ত এবং পাঞ্চজন্য সরকার।”

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মিশন মুডে

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যে উৎসবের মেজাজে যাতে ভোট হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন সম্পর্কিত কোন অভিযোগ এলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।

সিআরপিএফ-এর ত্রিপুরা সেক্টরের আইজি রথিন্দ্বীপ সিং সাহী বলেন, সিআরপিএফ এবং অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনী দেশের যেকোন নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও আধাসামরিক বাহিনী তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে প্রশাসনের যথাযথভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এই ছো- রাজ্যে অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় ভোটাররা অধিক সংখ্যায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন। এটা খুবই প্রশংসার দাবী রাখে। এই ঐতিহ্য এবারও বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।স্বাগত ভাষণে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক কিরণ গিত্যে বলেন, মিশন মুডে রাজ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব চালানো হচ্ছে। নির্বাচন সম্পর্কিত কোন হিংসাত্বক ঘটনা যাতে না ঘটে তা সুনিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যে কোন ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য রাজ্যের ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রেই কর্মশালা আয়োজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই কর্মশালাগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, পুলিশ আধিকারিকগণ থাকবেন। উভয় পক্ষের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যাতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় থাকে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ডিসেম্বর মাস থেকেই বহির্রাজ্য থেকে নিরাপত্তাবাহিনী আসা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫০ কোম্পানী আধাসামরিক বাহিনী এসে পৌঁছে গেছে। আরও ৫০ কোম্পানী আধাসামরিক বাহিনী রাজ্যে আসছে। রাজ্যে সর্বোচ্চ হারে ভোটদানের যে রেকর্ড রয়েছে তা এবারও অক্ষুন্ন থাকবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এবিষয়ে সবাইকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। সব কয়টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রেই যাতে ভোটারদের জন্য সব ধরণের সুযোগ সুবিধা থাকে তা সুনিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে হুইল চেয়ার থাকবে। কোন ভোটারই যাতে তাদের ভোটদানে বঞ্চিত না হন তা সুনিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় সব ধরণের উদ্যোগ নিচ্ছে। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি সৌরভ ত্রিপাঠি, রাজ্য পুলিশের আইজি ওয়েলফেয়ার গৌরব চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বিভিন্ন বিধানসভা আসনের আরও, এআরও, আরক্ষা দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সৎসঙ্গ

● আটের পাতার পর

যাত্রীরাই ত্রিপুরা এবং ঝাড়খণ্ডের ধর্মপ্রাণ মানুষ। বিশেষ করে ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের অনুসারী। এই ট্রেনে অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মানুষ সফর করার সুবাদে, নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা রাখারও প্রস্তাব রাখেন। প্যান্ট্রি কারের অভাবে রেলস্টেশন থেকে খাবার কেনা ছাড়া তাদের আর কোনো বিকল্প নেই। অনেক সময় খাবার মানসম্মত হয় না, ফলে যাত্রীদের খাবারের অনেক সমস্যা হয়। তাই সংশ্লিষ্ট জোনাল রেলওয়েকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, রেল মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরো আবেদন করেন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের অধীনে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে আগরতলা এবং দেওঘর এক্সপ্রেস চলাচল করে। আগরতলা থেকে ট্রেনটি শনিবার রওয়ানা হয়ে এবং সোমবার সকালে দেওঘর পৌঁছায় এবং সোমবার সন্ধ্যাতেই পুনরায় ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তবে একই দিনে ফেরৎ আসার বদলে, দেওঘর থেকে দুদিন পর যাত্রা করলে যাত্রীদের সুবিধা হবে বলেও জানান।

স্বাক্ষরিত

● প্রথম পাতার পর

ব্যাঙ্কের অফিসার ইনচার্জ নিলয়া মাতিশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ৫ থেকে ৬ লক্ষ ভোক্তা উপকৃত হবেন। পাশাপাশি এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ হাজার থেকে ৬ হাজার ৫০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরে জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রুখিয়ায় ৬৩ মেগাওয়াট ওপেন সাইকেল পাওয়ার প্রজেক্টকে পরিবর্তন করে ১২০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্রজেক্টে রূপান্তরিত করা হবে।তিনি বলেন, গোমতী হাইডেল পাওয়ার প্রজেক্টকে সংস্কার ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানো হবে। এই প্রকল্পে ২৭টি ৩৩/১২ কেভি সাবস্টেশনকে সংস্কার করা হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বিদ্যুৎ প্রকল্পে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টি স্মার্ট মিটার স্থাপন করা হবে এবং ৫৮২টি ১৬ কে ভি এ ও ৫৪৭ টি ২৫ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হবে। এই প্রকল্পে ১৪৩.৪৬ কিমি আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল, ১৬৫০ কিমি কভার কনডাক্টর, ৯০০ কিমি এবি কনডাক্টর এবং ১২৬২ কিমি ১১ কেভি লাইন সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে অন্তত ১৫টি নির্বাচিত মহিলা পরিচালিত স্ব-সহায়ক দলকে সহায়তা প্রদান করা হবে।তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করে চলছে। তিনি বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ একান্ত প্রয়োজন। রাজ্য সরকার গত ৫ বছরে বিদ্যুতের মাশুল বাড়ায়নি। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কারণে রাজ্যের মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে রাজ্য সরকার সব সময় সচেষ্ট রয়েছে। তাই বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে।সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার জনগণ যাতে ২৪ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পেতে পারে সে জন্যই ২২৭৫ কোটি টাকার এই বিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে আগামী ৩ থেকে ৫ বছরে রাজ্য সরকার ৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে উপমুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

যুবক-যুবতীরা

● প্রথম পাতার পর

দ্বিতীয় পর্বের বৈঠক করার প্রস্তাব দেন। দীর্ঘদিন হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান এখনো স্পষ্ট নয়। এই অবস্থায় রাজ্যের ১০৩২৩ এর সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা গত ২৬ শে ডিসেম্বর একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন আগামী ৩ জানুয়ারি সকাল ১১ টায় রবীন্দ্র ভবনের সামনে জমায়েত হবেন। এরপর মহাকরনের উদ্দেশ্যে অভিযান সংঘটিত করবে ১০৩২৩ এর সমস্ত সংগঠনগুলি। সমস্ত সংগঠনের সদস্য , নেতৃত্বরা এই মিছিলে অংশ নেবেন। শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান ১০৩২৩ জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির পক্ষে বিজয় কৃষ্ণ সাহা। ১০৩২৩ এর বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা জানতেই এই মহাকরণ অভিযান। তিনি সমস্ত ১০ হাজার ৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানান পরিবারের সদস্য সদস্যদের নিয়ে এই মহাকরণ অভিযানে শামিল হওয়ার জন্য।

টিওয়াইএফের

● প্রথম পাতার পর

২৩০ টি পদ পূরণের নোটিফিকেশন জারি করল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। ভাবী শিক্ষক শিক্ষিকাদের বঞ্চিত করতেই সরকার এই পন্থ নিল এই নিয়েও সরব হন।

আশা কর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

কড়া হাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করার পর সেই অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত চক্রের একাংশ উজ্জীবিত হয়ে বিপ্লব দেবের আগামী ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। এখন তাঁদের ভবিষ্যতই অন্ধকারে নিমজ্জিত, বিদ্রুপের সুরে বলেন তিনি।

বিপ্লবের দাবি, আসন্ন ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক পথে মোক্ষম জবাব দেবেন। এক্ষেত্রে আজ বিপ্লবকুমার দেব তাঁর বক্তব্যে কাদের নিশানায় নিয়েছেন, তা অনেকটাই স্পষ্ট।

তিনি বলেন, মহিলাদের উন্নতি ছাড়া ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং সশক্তিকরণে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করেছে, ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ তার অন্যতম নিদর্শন।

তাঁর মতে, মহিলারা উদারচেতা এবং সেবামূলক ভাবনায় সর্বদা নিয়োজিত থাকেন। অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশাকর্মী বোনেরাও সেবামূলক ভাবনায় প্রতিনিয়ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে এসেছেন। তাঁদের প্রতি বর্তমান সরকার যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন সাংসদ দেব।

বিজেপির সাথে

● প্রথম পাতার পর

জোট রয়েছে। কেন্দ্রে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার মন্ত্রী রয়েছেন। তাই আসলে বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরাতে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া বিজেপির সাথে দশটি আসনে জোট হয়ে লড়াই করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে দ্বিমত পোষণ করে বিজেপি। তাই সাতটি আসনে জোট হয়ে লড়াই করার দাবি জানানো হয়েছে। যদি তারপরও প্রায় সাতটি আসনে বিজেপি জোট হতে না চায় তাহলে বিকল্প পথ বেছে নেবে রিপাবলিকান পার্টি বলে জানান।

মৃত্যুর অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

সদস্যরা। উত্তেজনা ছড়ালে জিবিতে যায় পুলিশ। মৃতের ছেলে জানান জিবিতে মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। প্রয়োজনের সময় কোন চিকিৎসককে ডেকে পাননি তিনি। ওয়ার্ডের কর্মী ছাড়া কাউকেই ডেকে আনতে পারেননি। জিবির মেডিসিন বিভাগের বি ব্লকে ভর্তি ছিলেন বিমল লস্কর। মৃত্যুর দীর্ঘ সময় পর চিকিৎসক আসেন। ততক্ষনে সব শেষ হয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে পরিষেবার মান নিয়ে ক্ষোভ জানান মৃতের ছেলে। এই ঘটনায় জিবি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পরিবারের সদস্যরা। অন্য কোন রোগীর সাথে যাতে এই ঘটনা না ঘটে তার জন্য ঘটনার তদন্ত করে দায়িত্ব প্রাপ্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানান।

গ্রামবাসী

● প্রথম পাতার পর

ফসল করতে হয়। তার মধ্যে যদি হাতিরা এরকম একের পর এক আক্রমণ চালায়, আমরা কি করে ভাত খাব কোথায় যাব। গত বছরও এই এলাকায় একজন লোককে মেরে ফেলেছিল বন্য হাতিরা। বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে একরাশ খুব উপড়ে দিলেন আমজনতা। এলাকার মানুষ চাইছেন এই হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচতে স্থায়ী সমাধান।

হরিয়ানা: যমুনানগরে ট্রাকের সঙ্গে স্কুল বাসের সংঘর্ষ, ২২ শিশু ও এক মহিলা জখম

যমুনানগর, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার সকালে যমুনানগর জেলার সাধৌড়ার কালা আম্ব রোডে ইদগাহের কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে জানকি জি গ্লোবাল স্কুলের বাসের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ২২ শিশু ও একজন কেয়ার টেকার মহিলা আহত হয়েছে। আহত শিশুদের সাধাউড়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। সাধাউড়া থানার পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।পুলিশ জানিয়েছে, বিলাসপুর ব্লকের মারওয়া কালান গ্রামে অবস্থিত জানকি জি গ্লোবাল পাবলিক স্কুলে সাধৌড়া এলাকার বহু শিশু পড়তে আসে। লাহাদপুর, সাধাউড়াসহ অনেক গ্রামের শিশুরা স্কুলবাসে ছিল। বাসচালক শিশুদের নিয়ে কালা আম্ব পাশ থেকে ফেরার সময় সাধাউড়ার ইদগাহের কাছে সামনের গাড়িটিকে ওভারটেক করতে গিয়ে উল্টোদিক থেকে আসা ট্রাকটি এসে বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় প্রায় ২২ শিশু ও একজন মহিলা আহত হয়েছেন। অ্যাম্বুলেন্স ছাড়াও আহত শিশুদেরকে পথচারীরা তাদের নিজস্ব গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সংঘর্ষে বাসের সামনের অংশ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শিশুর অভিভাবকরা সাধৌড়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে পৌঁছান। কিছুক্ষণের মধ্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অঞ্জু গোস্বামীও সেখানে পৌঁছান।

গুরুতর চার

● প্রথম পাতার পর

মেলাঘর থানায়।খবর পেয়ে মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে চারজন আহত যুবককে মেলাঘর থানার পুলিশ মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে আসে।এর মধ্যে বিশ্রামগঞ্জের প্রসেনজিৎ দেবনাথ এর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে মেলাঘর হাসপাতাল থেকে আগরতলা জিবিতে রেফার করা হয়। বাকি তিনজন সত্যজিৎ দেবনাথ, দিলীপ দেবনাথ,ভবতোষ দেবনাথের মেলাঘর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা বিরাজ করছে মেলাঘর হাসপাতাল চত্বরে।

এবার আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দিতে নাগরাকাটায় আন্দোলন তৃণমূলের

নাগরাকাটা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): শিয়রে পঞ্চায়েত ভোট। এদিকে আবাস যোজনা নিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ থামার কোন লক্ষনই নেই গ্রামগঞ্জে। পরিস্থিতি বেগতিক হতে পারে আঁচ করে এবারে দলীয় ঝান্ডা হাতেই পথে নামলো নাগরাকাটা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। নতুন করে সমীক্ষা করে প্রকৃত দুঃস্থদেরই আবাস যোজনার তালিকাভুক্ত করার দাবিতে শুক্রবার বিডিও অফিসে জড়ো হন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। সঙ্গে ছিলেন আবাস বঞ্চিত জনতাও। বিডিওর কাছে একটি দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়।

দলের ব্লক সভাপতি সঞ্জয় কুজুর জানান, গরিব মানুষের নাম বাদ পড়ে যাওয়ার ঘটনাকে আমরা কোনওভাবেই সমর্থন করি না। তাতে কে তৃণমূল, কে সিপিএম আর কে বিজেপি এসব দেখার কোন অবকাশই নেই। কিছু প্রকৃত দুঃস্থর নাম আবাস যোজনার চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। প্রশাসনকে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। নতুন করে সমীক্ষার দাবি জানানো হয়েছে। বিডিও বিপুল কুমার মণ্ডল জানান, যদি কোনও প্রকৃত দুঃস্থর নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে থাকে সেক্ষেত্রে আবেদন করলে সবকিছু খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।

আবাস-তালিকা ঘিরে অসন্তোষের, এক যোগে পদত্যাগ পঞ্চায়েত সদস্যদের

পুরুলিয়া, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের মালিহাটির পর পুরুলিয়ার বিশরী গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকা ঘিরে অসন্তোষের জেরে এক যোগে পদত্যাগ করলেন পঞ্চায়েতের সদস্যরা।অভিযোগ, ওই তালিকা তৈরির সময় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের। তালিকায় নাম নেই যোগ্যদের। সব হয়েছে প্রশাসনের আধিকারিকদের হস্তক্ষেপেই। এই বক্তব্য তুলে ধরে একযোগে গণ ইস্তফা দিলেন মানবাজার এক নম্বর ব্লকের ওই পঞ্চায়েতের ৮ জন তৃণমূল সদস্যা। মহিলা পরিচালিত এই পঞ্চায়েতর সদস্যরা শুক্রবার পদত্যাগপত্র জমা দিলেন মানবাজার ১ নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে। ১৩ আসন বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েতে তৃণমূল ৮, বিজেপি ৩ এবং সিপিআইএমের দুজন সদস্য রয়েছে। আবাস যোজনা ঘিরে বিক্ষোভের জেরে পর্যটকদের গাড়ি আটকে যায়। অযোধ্যা পাহাড়ের যাওয়ার রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, আবাস তালিকায় যোগ্য প্রাপকদের নাম নেই, পরিবর্তে নাম আছে সম্পন্ন পরিবারের লোকেদের। এমনই অভিযোগ তুলে মাঠা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধে শামিল হন। শুক্রবার এলাকাবাসীদের এই বিক্ষোভের জেরে অরণ্য সুন্দরী অযোধ্যাতে আসা-যাওয়ার পথে আটকে রইলো পর্যটকদের অজস্র গাড়ি। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে নাকাল হলেন পর্যটকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও বাঘমুন্ডি ব্লকের বিডিও। শেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ সরিয়ে পর্যটকদের গাড়িগুলি যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া বলেন, আবাস তালিকা ঘিরে বিভিন্ন জায়গায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যরা অনেক জায়গায় জনরোষের শিকার হচ্ছেন। বিশরী অঞ্চলে যে ঘটনা ঘটেছে তা খোঁজ নিয়ে দেখছি।

পেলের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মেসি-রোনাল্ডো-এমবাপেরা

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): পৃথিবীকে বিদায় জানালেন ফুটবলের সম্রাট পেলে। প্রাণঘাতী ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে ৮২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি। কিংবদন্তির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও কিলিয়ান এমবাপেও।কিংবদন্তির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে মেসি লিখেছেন, ‘শান্তিতে বিশ্রাম নাও।’ সেই সঙ্গে মেসি পোস্ট করেছেন তাঁর এবং পেলের দু’টি ছবি। সঙ্গে পেলের গোলের পর উচ্ছ্বাসের ছবি। ব্রাজিলের সঙ্গে পর্তুগালের একটা আলাদা সম্পর্ক আছে। একই ভাষায় কথা বলে দুই দেশ। পেলের প্রতিও বিশেষ সম্মান রয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মনে। তিনি টুইটে লিখলেন, “সমস্ত ব্রাজিল এবং বিশেষ করে পেলের পরিবারকে সমবেদনা জানাই। এই মুহূর্তে গোটা ফুটবলবিশ্ব যে কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে শুধু একটা শোকবার্তা যথেষ্ট নয়।

কোটি কোটি মানুষের অনুপ্রেরণা পেলে। অতীতে তাঁকে নিয়ে কথা হয়েছে, বর্তমানে তাঁকে নিয়ে কথা হয় এবং ভবিষ্যতেও হবে। আমাকে যে ভালবাসা আপনি দিয়েছেন তা আমি চেষ্টা করেছি আপনাকে ফিরিয়ে দিতে। সে আমরা যত দূরেই থাকি না কেন। কখনও তাঁকে ভোলা সম্ভব নয়।” রোনাল্ডো লিখেছেন, “আমি এবং আমার মতো সব ফুটবল ভক্তের মধ্যে বেঁচে থাকবেন পেলে।” হয়তো সেটাই এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের ফুটবল পাগলদের মনের কথা। বর্তমান সময়ের যার মধ্যে পেলের ছায়া দেখা যায় এই প্রজন্মের অন্যতম সেরা ফুটবলার সেই কিলিয়ান এমবাপেও সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকবার্তা প্রকাশ করেছেন। এমবাপে লিখেছেন, “ফুটবলের রাজা বিদায় নিয়েছেন, তবে তাঁকে ভোলা যাবে না।’

স্থিতিশীল ও সুস্থ হচ্ছেন ঋষভ পন্থ, আপাতত দেহরাদূনের হাসপাতালেই চলবে চিকিৎসা : ডিডিসিএ ডিরেক্টর

দেহরাদুন, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): স্থিতিশীল রয়েছেন গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত ভারতীয় ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ, সুস্থ হচ্ছেন তিনি। শনিবার ঋষভ পন্থের সঙ্গে দেখা করার পর এমনটাই জানালেন দিল্লি ও জেলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) ডিরেক্টর শ্যাম সিং। তিনি জানিয়েছেন, ঋষভ পন্থ স্থিতিশীল এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন। আমাদের বিসিসিআই চিকিৎসকরা এখানকার (দেহরাদূনের ম্যাক্স হাসপাতাল) চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। জয় শাহ তা পর্যবেক্ষণ করছেন। আপাতত তিনি এখানেই ভর্তি থাকবেন। তিনি আমাকে বলেছেন, গর্ত থেকে গাড়িকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি।

শুক্রবার ভোরে ভয়ঙ্কর গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ঋষভ পন্থ, এখন তিনি ভাল আছেন বলেই জানা যাচ্ছে। তাঁর শরীরের দু'টি অংশে এমআরআই করা হয়েছে। রিপোর্ট স্বাভাবিক এসেছে। এমনিতে ভালই রয়েছেন ভারতের এই উইকেটকিপার। বড় কোনও বিপদের আশঙ্কা এখনই নেই।

এদিকে, শনিবার সকালেই ঋষভ পন্থকে দেখতে উত্তরাখণ্ডের দেরাদূনের ম্যাক্স হাসপাতালে আসেন অভিনেতা অনিল কাপুর ও অনুপম খের। ঋষভ ও তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করেন দুই অভিনেতা। পরে হাসপাতালের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিল ও অনুপম বলেছেন, 'আমরা ঋষভ ও তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন। তাঁর জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে মানুষের কাছে এটাই আমাদের অনুরোধ।'

লীগ ফুটবলে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ফরোয়ার্ডকে হারিয়ে রামকৃষ্ণের চমক

রামকৃষ্ণ : ৫ ফরোয়ার্ড : ৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর। দুর্ভাগ্য রামকৃষ্ণ ক্লাবের। চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগে এবছর সুপার ফোরে যাওয়া হলো না দলটির। তবে আদতে এবছর ভালো মানের দলই যে গঠন করেছিলো রামকৃষ্ণ ক্লাবের কর্মকর্তারা, তা আবার শনিবার মাঠেই প্রমাণ করে দিলো রামকৃষ্ণ শিবিরের ফুটবলাররা। এদিন উমাকান্ত ময়দানে ফরওয়ার্ড ক্লাবের মুখোমুখী হয় রামকৃষ্ণ ক্লাব। ময়দানে এবছর দুটো দলই বিগ বাজেটের দল। একটি এগিয়ে চলো সংঘ, অপরটি ফরওয়ার্ড ক্লাব। বিগ বাজেটের দুটো দলকেই টেক্কা দিয়ে দিলো রামকৃষ্ণ ক্লাব। এদিন নিয়মরক্ষার ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাব ৫-৪ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে ফরওয়ার্ডকে। ম্যাচটা বেশ চমকপ্রদ হলো। প্রথমে দুই গোল হাসিল করে রামকৃষ্ণ শিবির। পাল্টা ফরওয়ার্ড শিবির চার গোল দাগে রামকৃষ্ণ ক্লাবের জালে। এক্ষেত্রে দলের গোলরক্ষক রাজু বাসফোরের জঘন্য গোলকিপিং-ই দায়ী। দুই গোল করে প্রথমার্ধে চার গোল হজম করে রামকৃষ্ণ ক্লাব। গোলগুলো করে দুই বিদেশি চিজুবা এবং ভিদাল। এর মধ্যে হ্যাট্রিক রয়েছে চিজুবার। ৪-২ এ যবনিকা ঘটে প্রথমার্ধের। বিরতির পর গোলরক্ষক পরিবর্তন করেন রামকৃষ্ণ ক্লাবের কোচ। ম্যাচের মানই বদলে গেল। ফুটবলাররা রীতিমতো জমাটি চ্যালেঞ্জ দেয় ফরওয়ার্ড শিবিরকে। পিছিয়ে থেকে এবার দ্বিতীয়ার্ধে গোল পরিশোধ করে রামকৃষ্ণ ক্লাব। ৪-৪ ম্যাচের গোল।

রেকর্ড অর্থে সৌদির আল-নাসার ক্লাবে সই করলেন রোনাল্ডো

রিয়াদ, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): ইউরোপের ফুটবলকে বিদায় জানালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এবার তাঁর গন্তব্য সৌদি আরবে। মধ্যপ্রাচ্যের ফুটবল ক্লাব আল-নাসারে রেকর্ড অর্থে সই করেছেন সিআর সেভেন। দুবছরের জন্য এই ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। আল-নাসার ক্লাবে বছরে ৭৫ মিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে সই করেছে রোনাল্ডো। ইতিহাসের সবচেয়ে দামি ফুটবলার হিসেবে কোনও ক্লাবে সই করলেন রোনাল্ডো।

আল-নাসার ক্লাবের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এক অন্য দেশে নতুন ফুটবল লিগে খেলার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি। সৌদি আরবে পুরুষ এহং মহিলা ফুটবলের উন্নতির জন্য আল-নাসার যে কাজ করছে তা অনুপ্রেরণা দেয়। আমরা বিশ্বকাপে সম্প্রতি সৌদি আরবের পারফর্মেন্স দেখেছি । আর সেই পারফর্মেন্স এটাই প্রমাণ করে যে, সৌদি আরব ফুটবল নিয়ে কত বড় স্বপ্ন দেখে।' ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ার ক্লাবে যোগ দেওয়া নিয়ে বলেছেন, "আমি খুবই ভাগ্যবান, ইউরোপিয়ান ফুটবলে আমি সেই সব কিছু জিতেছি, যা আমার লক্ষ্য ছিল। এবার আমি চাই নিজের অভিজ্ঞতাকে এশিয়ান ফুটবলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। আমি নতুন দলের সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দিতে মুখিয়ে আছি । ওদের সঙ্গে নিয়ে ক্লাবকে সাফল্য এনে দিতে চাই।"

বিনা রানে ভাটনগরের ছয় উইকেট শতদলকে হারিয়ে ১ম জয় আরসিসি''র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে এন এস আর সি সি। তাও ২৯২ রানের বিশাল ব্যবধানে। পক্ষান্তরে চূড়ান্ত ব্যর্থ শতদল সংঘ। মাত্র ১৪ রানে ইনিংস শেষ। ৯ জন শূন্য রানে পেভিলিয়নে ফেরত। এনএসআরসিসি''র অংশ ভাটনগর হ্যাটট্রিক পায়নি, তবে তিন ওভার বল করে তিনটি মেডেন অর্থাৎ কোন রান না দিয়ে ছয় উইকেট দখল, হয়তো রাজ্য ক্রিকেটের ইতিহাসে এটাও একটি নজির। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে খেলা। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের এনএসআরসিসি বনাম শতদল সংঘের খেলা। টস জিতে এনএসআরসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ৩০৬ রান সংগ্রহ করে। শতদল সংঘের সামনে এটি যেন বিন্ধ্য পর্বতের মতো। দলের পক্ষে সায়ন্তন কর-এর অপরাজিত ৫৪ রান, স্পন্দন বণিকের অপরাজিত ৫২ রান এবং ঋষব চক্রবর্তীর ৪৩ ও সায়ন্তন পালের ৪১ রান উল্লেখযোগ্য। রাজদীপ পাল ৩৬ রান এবং অর্কজিৎ চক্রবর্তী ৩৪ রান সংগ্রহ করেছে। শতদল সংঘের অঙ্কিত লোধ দুটি উইকেট পেয়েছিল। প্রত্যুত্তরে ব্যাট করতে নেমে শতদল সংঘের ক্ষুদে খেলোয়াররা ব্যাট হাতে উইকেটে দাঁড়ালেও রান সংগ্রহে সফল হয়নি। ১৬ ওভার উইকেটে টিকে থাকলেও মাত্র ১৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে নয় জন ব্যাটসম্যান শূন্য রানে পেভিলিয়নে ফেরে। এনএসআরসিসি-র অংশ ভাটনগর একাই ছয়টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, অঙ্কুশ ব্যানার্জি পেয়েছে তিনটি উইকেট।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের হীরক জয়ন্তী ও ক্রীড়ার উদ্বোধন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। রাজধানীর উত্তর বাধারঘাটের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের হীরক জয়ন্তী বর্ষ পূর্তিতে বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তীর আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী হবে। সকাল ৭টায় ক্রসকান্টি দৌড় দিয়ে আসরের সূচনা হবে। আসরের বিজয়ীদের প্রাইজমানি ও ট্রফি দেয়া হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এন্টি পাঠানো হয়েছে। আসরের উদ্বোধন করবেন ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ।

এদিকে, একই দিনে ১ জানুয়রি সকাল সাড়ে দশটায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। এতে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক ও শম্পা সরকার চৌধুরী উপস্থিত থাকবেন। এর পরেই দুটি বয়স বিভাগে হবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সব শেষ শুরু হবে আন্তর্জাতিক মানের (গোল পকেট) ক্যারাম প্রতিযোগিতা। এই ক্যারাম চলবে পাঁচদিন। ক্যারামে চীফ আম্পায়ারের দায়ীত্ব পালন করবেন জয়ন্ত কুমার দাস। সিঙ্গেলসে মোট ৩২টি এন্টি জমা পড়েছে। ডবলসেও খেলা হবে। আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত এই জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। এতে যোগাসন, দাবা, ক্যারাম প্রতিযোগিতা সহ বিবেকানন্দের উপর সঙ্গীত, আবৃত্তি, যেমন খুশী সাজ, ক্যুইজ ইত্যাদি নানা প্রতিযোগিতা হবে। তবে এন্টি কম থাকায় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা বাতিল করা হয়েছে। আসরে সকলকে সামিল হতে ক্লাবের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রিয়াঙ্কার ব্যাটিং কাজে এলো না আবারো স্টার্সে হারলো ওয়ারিয়র্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। স্টার্সের জয়জয়কার। ওয়ারিয়র্সকে হারিয়ে স্টার্স সুপার ফোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে। মেলাঘরের শহিদ কাজল স্মৃতি ময়দানে টিসিএ আয়োজিত বাইজুস ত্রিপুরা উইমেন্স টি-টোয়েন্টি ফিরতি লীগের খেলা চলছে। প্রথম লীগের মতো দ্বিতীয় সাক্ষাতেও সিপাহীজলা স্টারস পরাজিত করেছে ধলাই ওয়ারিয়র্সকে। প্রথম সাক্ষাতে ৫০ রানে স্টার্স জয়ী হলেও আজ দ্বিতীয় লড়াইয়ে সিপাহীজলা স্টার্স ৩৬ রানে ধলাই ওয়ারিয়র্স-কে পরাজিত করেছে। দিনের দ্বিতীয় খেলায় টস জিতে সিপাহীজলা স্টার্স প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সুপ্রিয়া দাসের ৪১ রান এবং নিকিতা দেবনাথের অপরাজিত ৩৯ রান উল্লেখ করার মতো। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ধলাই ওয়ারিয়রসের প্রিয়াঙ্কা আচার্য অপরাজিত ভূমিকায় ৭০ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা করতে পারেনি। চার উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান সংগ্রহ করতেই ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। সুপ্রিয়া পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট : মডার্নের বিরুদ্ধে কস্টার্জিত জয় চাম্পামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। এবারও জয়ে জয়ে এগুচ্ছে চাম্পামূড়া। তবে আজ, শনিবার মডার্ন প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে কস্টার্জিত জয় পেতে হয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের এ-গ্রুপের খেলায় চাম্পামুরা মডার্ন প্লে সেন্টারকে ২৬ রানের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। টস জিতে মডার্ন প্লে সেন্টার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। চাম্পামুড়া ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ৩৫ ওভার দুই বল খেলে ১১৭ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে রাহুল পালের ২৮ রান সর্বাধিক ছিল। মডার্নের সৌমজিৎ চক্রবর্তী ১৩ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মডার্ন প্লে সেন্টারের পঙ্কজ আর সৌম্যজিৎ ভালো ব্যাট করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। মডার্ন প্লে সেন্টার ৯১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পঙ্কজ চৌধুরী সর্বাধিক ৪১ রান পেয়েছিল। চাম্পামুড়ার অধিনায়ক সন্দীপন দাস নয় রানী চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও জিতে নেয়। আকাশ দেবনাথও পেয়েছিল দুটি উইকেট নয় রানের বিনিময়ে।

সুপার লীগ শুরু ৩ জানুয়ারিতে প্রথম ম্যাচে জুয়েলস - লালবাহাদুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। সুপার লিগের ক্রীড়া সূচিও তৈরি। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ফুটবলের সুপার ফোরে উন্নীত চারটি দল হলো: জুয়েলস এসোসিয়েশন, এগিয়ে চলো সংঘ, ফরোয়ার্ড ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। সুপার লিগের খেলা শুরু হচ্ছে ৩ জানুয়ারি থেকে। প্রথম ম্যাচ জুয়েলস এসোসিয়েশন বনাম লাল বাহাদুর ব্যয়ামাগরের মধ্যে। ৪ জানুয়ারি দ্বিতীয় ম্যাচ এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে। ৬ জানুয়ারি তৃতীয় ম্যাচ ফরওয়ার্ড ক্লাব খেলবে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। ৭ জানুয়ারি চতুর্থ ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ও এগিয়ে চলো সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ৯ জানুয়ারি পঞ্চম ম্যাচে ফরঝয়ার্ড ক্লাব খেলবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে। ১০ জানুয়ারি সুপার লিগের শেষ ম্যাচে জুয়েলস এসোসিয়েশন লড়বে এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে। প্রতিদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা দুটো থেকে ম্যাচ শুরু হবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TEND lo- e-10/AGRI/EE/MECH, -23

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Mechanical Division, Department of Agriculture & F.W, Matripalli, Badharghat on behalf of the "Govemor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03.00 P.M on 18/01/2023,

SL. NO.	DNIT NO.	Name of Work	Estimated Cost(Rs.)	Cost of Tender Document	EMD (Rs.)	Last Date & Time of e-Bidding	Bid opening date
1	e-10/AGRI/ EE (M) /2022-23	Supply, Installation and Commissioning of 2(Two) Nos. of new Ammonia based Compressor of size-4.5" X 4.5" in the 500 MT Storage Capacity Cold Storage at Teliamura including Trial run etc. complete at the whole Plant with at least 3(Three) years warranty of the Compressor, Teliamura, Tripura	Rs.13,79,844/-	Rs.1,000/-	Rs.27,597/-	18/01/2023 up to 3.00 PM	18/01/2023 at 4.00 P.M (if possible)

Details can be seen in web-portal: www. tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.

ICA/C-3958/22

(Er, Sumanta Nandi)
Excutive Engineer (Mech.)
Deptt. of Agriculture & FW.
Matripalli, Badharghat

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:-28/EE/WRD-1/2022-23,
Dated:-29/12/2022.

The Executive Engineer, W.R. Division No. Kunjaban, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', sealed percentage rate tender (s) from enlisted Contractors/ Firms/ Agencies / of PWD / TTAADC in appropriate class and also from the Contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other state PWD in Form 7(seven) upto 3.00 P.M on 05/01/2023 for the following work. Tender may likely to be opened on the same day at 3.30 P.M. if possible.

Sl. No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
	DNIT No.113/EE/WRD-1/DNIT/2022-23	Rs.1,99,996.00	Rs. 4,000.00	6(Six)months.
2	DNIT No. 114/EE/WRD-1/DNIT/2022-23	Rs. 1,99,967.00	Rs. 3,999.00	6(Six)months.
3	DNIT No. 115/EE/WRD-1/DNIT/2022-23	Rs.1,99,961 .00	Rs.3,999.00	6(Six)months.
4	DNIT No. 116/EE/WRD-1/DNIT/2022-23	Rs.1,98,624.00	Rs.3,972.00	3(Three)months.
5	DNIT No. 117/EE/WRD-1/DNIT/2022-23	Rs.1,99,259.00	Rs.3,985.00	3(Three)months.
6	DNIT No. 118/EE/WRD-1/DNIT/2022-23	Rs.1,99,045.00	Rs.3,981.00	3(Three)months.

The Last date and Time for receipt of application for issue of tender form is on 03/01/2023 upto 4.00 PM & Last date of Issue of tender form is on 04/01/2023 upto 4.00 PM. And last date of dropping of tender form is on 05/01/2023 upto 3.00 PM. The tender will be opened on the same day at 3.30 PM if Possible.
For details please visit at Website: www.tenders.gov.in and/or www.tripurainfo.com Publication in 3(three) nos. local daily News paper.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-3945/22

(Er. Pankaj Kumar Raha))
Executive Engineer
W.R. Division No. |,
Kunjaban, Agartala

ANNEXURE-"A"
NOTICE INVITING SHORT TENDER.No.05(3rd Call

On behalf of the Hon, ble Governor of Tripura the undersigned hereby invite sale cover quotation from the bonafied firm/contractors/agencies for Roof treatment work on top roof of the SP Unakoti Office , Kailashahar , Unakoti District.

Sl. No	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Time for completion	Last date & time for receipt of application for issuing of tender form
02	Construction of Barbed wire fencing around the Saidhabari D/Coy 140 BN CRPF camp Kumarghat(Except Front road side)	Rs.2,42, 347/-	Rs.4,850/-	30 days	13-01-2023

A copy of tender notice may be obtained from the office of the undersigned on any working day during office hrs up to 1600 hrs. The closing time /date of the tender is at 4.30 PM on 13/12/2022 and the tender /quotation may be opened on the same day if possible .

ICA/C-3930/22

(Kanta Jangir,IPS)
Superintendent of Police
Unakoti District, Kailashahar

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-32/EE-BRG/PWD/2022-23,
Dated 26/12/2022

The Executive Engineer, Bishramganj Division, PWD(R&B), Bishramganj invites online percentage rate tender for the work namely:-

Sl No	Name of work/ DNIeT No	Estimated cost (in Rupees)	Earnest money (in Rupees)	Time for Completion	Class of bidders
1	125/CE/PWD(R&B)/SE (P&DU)/2022-23.	1, 94, 02,125/-	3,88,043/-	365days	Appropriate class

Last date and time of document downloading and bidding -11/01/2023 up to 1500 hrs.
Date and time of opening bid — 12/01/2023 at 12.00 hrs.
Bid fee Rs. 8000.00 (non-refundable).
All details are available in the website http://tripuratenders .gov.in. Submission of tenders physically is not permitted.

For and on behlf of the Governor of Tripura

ICA/C-3927/22

(Er. D. Karmakar)
Executive Engineer
Bishramganj Division, PWD(R&B).
Bishramganj Sepahijala Tripura

Notice Inviting Tender
Corrigendum 1: Extension of last date of bid submission for RFP

With reference to the tender no. F.18 (67)/DIT/IT/2022 floated on dated 14/12/2022 through https://tripuratenders.gov.in, for selection of agency for development of Smart Training Center at IT Bhavan, Agartala, all prospective Bidders are hereby informed that the Directorate of Information Technology, Govt. of Tripura has extended the last date of bid submission for RFP upto 03/01/2023 (3.00 PM).

ICA/C-3932/22

SD/-
Director
DIT, GoT

CORRIGENDUM

Date: 29/12/2022
Due to unavoidable technical error, the work bearing DNIeT No-DNIT no-55/EE-IED/AMB/2022-23 under NIT no- EE-IED /AMB /14 /2022-23, Dated: 22-12-2022, Sl. No-5 circulated vide Memo No-F. 16(6)/EE-IED/AMB/2022- 23/4240-4307, dated-22/12/2022 is hereby CANCELLED.

Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa, Dhalai : Tripura

ICA/C-3940/22

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	DNIeT No & PNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	49/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2022-23 & 81/EE/MNP/PWD(R&B)/2022-23	Upto 3.00 pm On 09/01/2023	At 4.00 pm on 09/01/2023 (If possible)
2.	50/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2022-23 & 82/EE/MNP/PWD(R&B)/2022-23	Upto 3.00 pm On 09/01/2023	At 4.00 pm on 09/01/2023 (If possible)
3.	45/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2022-23 & 83/EE/MNP/PWD(R&B)/2022-23	Upto 3.00 pm On 09/01/2023	At 4.00 pm on 09/01/2023 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-3938/22

(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura.

Sir/ Madam,
You are cordially invited to attend the Inaugural Programme of the newly created Commissionerate of Transport, Government of Tripura & Office of the District Transport Officer, West Tripura, Agartala.

Inaugurator : Shri Pranajit Singha Roy
Hon'ble Minister, Transport etc. Departments
Government of Tripura

Guest of Honor : Shri Dipak Majumder
Hon'ble Mayor
Agartala Municipal Corporation

Special Guest : Shri Uttam Kumar Chakma
Secretary, Government of Tripura
Transport Department

President : Shri Avijit Deb
Hon'ble Chairman,
Tripura Road Transport Corporation

Venue : Parivahan Bhawan, Agartala, West Tripura
Date : 02/01/2023 ❖ Time : 12.30 Hrs.

Subrata Choudhury
Addl. Secretary
Transport Department

ICA/D-1806/23

"Inviting Expression of Interest"

Tripura Tea Development Corporation Ltd, A Government of Tripura Undertaking, Old Secretariat Complex, Agartala would engage a consultant having experience in execution of civil construction work for modernization/upgradation of Brahmakunda Tea Processing Factory, Simna, Mohanpur, West Tripura under this Corporation.
In this regard, Tripura Tea Development Corporation Ltd invites "Expression of Interest" from the Company/ Firm engaged in consultancy services for civil construction for modernization/upgradation of Brahmakunda Tea Processing Factory, Simna, Mohanpur, West Tripura under this Corporation.
The detailed terms & conditions may be collected from the office of the Managing Director, Tripura Tea Development Corporation Ltd, Old Secretariat Complex, Agartala on any working day upto 3:00 P.M from 31-12-2022 to 05-01-2023 free of cost or download from the Tripura State Portal /Official portal of Govt. of Tripura -www.tripura.gov.in and last date for submission of Expression of Interest (EoI) on or before 07-01-2023 up to 03.00 PM.

ICA/C-3965/22

Manager
TIDC Ltd.
(M. L. Das)
Managing Director
TTDC Ltd.

২০২২ এর শেষ সূর্যাস্ত

২০২২ সালের শেষ সূর্যাস্ত। শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মনগরে তোলা নিজস্ব ছবি।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে শান্তির বাজার মহকুমায় তিনটি প্রকল্পের শুভ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। একই দিনে ট্রমা কেয়ার সেন্টার, বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পাকা ভবন এবং কৃষি তত্ত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা।

রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নই সরকারের লক্ষ্য। চিকিৎসা, শিক্ষা, খেলাধুলা, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের সফল বাস্তবায়ণের মাধ্যমে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সুশাসনের সুফল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আজ শান্তিরবাজারস্থিত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের নবনির্মিত পাকা ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা এই কথা বলেন।

তাঁর কথায়, উন্নয়নের মানদন্ডের বিচারে একটা হাসপাতালের সর্বোচ্চ উন্নয়ন হল ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন। একটা হাসপাতাল কতটা উন্নত তা তার ট্রমা কেয়ার সেন্টার দেখলে বোঝা যায়। কারণ এই সেন্টারে গুরুতর আহতদের অত্যন্ত দ্রুততার সাথে চিকিৎসা দিতে হয়। প্রাণ বাচানোর কেন্দ্র এটা।

তাঁর বক্তব্য, স্টেট রেফারেল হাসপাতালগুলিতে রোগীর চাপ কমিয়ে আনার জন্য জেলা হাসপাতালগুলিতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা ও ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন করে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটান হচ্ছে। ট্রমা কেয়ার সেন্টারে যাতে পর্যাপ্ত রক্তের ব্যবস্থা রাখার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। সভাপতিত্ব করেন শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শংকর রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা ডা. সুভাশিস দেববর্মা।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ৮ শয্যা বিশিষ্ট এই ট্রমা কেয়ার সেন্টারে রয়েছে পুরুষ ও মহিলা বিভাগ, এক্স-রে ইউনিট, সোনোগ্রাফি, আইসিইউ ও অপারেশন থিয়েটার।

ট্রমা সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বাইখোরা ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পাকা ভবনের উদ্বোধন করেন। এই বিদ্যালয়ের পাকা ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার ৯৮৫ টাকা।

এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত ছাত্র অভিভাবক সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার উন্নয়নে নতুন বিদ্যালয়, কলেজ স্থাপন করছে সরকার। ইতিমধ্যে ডেন্টাল কলেজের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জিরানীয়ায় ল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, সাব্রুমে বুদ্ধিস্ট ইউনির্ভাসিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা, সংস্কৃতি চর্চা ও সমাজসেবামূলক কাজে আগ্রহী হওয়ার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন প্রধান শিক্ষক শান্তি মলসম।

এদিকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সফরে এসে আজ মুখ্যমন্ত্রী জোলাইবাড়ি কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক অফিসেরও দ্বারোদঘাটন করেন। দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের কাছে আমাদের প্রশাসনকে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জোলাইবাড়ি এলাকার কৃষকদের আগে কৃষি পরামর্শের জন্য শান্তিরবাজার যেতে হত। এখন হাতের কাছে কৃষকগণ কৃষি পরামর্শ পাবেন। তিনি বলেন, কৃষক পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন, সহায়ক মূল্যে ধানক্রয় ও কৃষির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির সুবিধা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এতে কৃষকদের রোজগার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, বিধায়ক শংকর রায়, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং প্রমুখ।

আপেল কুল চাস করে সফল তেলিয়ামুড়া মহকুমার বাইশ ঘড়িয়া এলাকার কৃষক গোপাল পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। আপেল কুল চাস করে সফল তেলিয়ামুড়া মহকুমার বাইশ ঘড়িয়া এলাকার কৃষক গোপাল পাল। আর ১৫ থেকে ২০ দিন পর এই আপেল কুল পরিপক্ক হলে সেগুলিকে বাজারজাত করা সম্ভব হবে। আর বাজারজাত করে কৃষক গোপাল পাল হয়তোবা লাভের মুখ দেখতেও পারেন। শীতকালীন সুমিষ্ট ফল আপেল কুল। এই আপেল কুলের রাজ্য এবং বহিঃ রাজ্যের বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। শীতকালীন এই ফলটি পূর্বে রাজ্যের কৃষকেরা চাষ না করলেও বর্তমান সময়কালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এই ফল চাষ করে কৃষকেরা। ফলে রাজ্যের বাজারে চাহিদাও বাড়ছে দিন কে দিন। এবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার বাইশ ঘড়িয়া এলাকার এক কৃষক অনলাইন থেকে প্রায় ৯০ টির অধিক আপেল কুলের চারা গাছ কিনে এনে ইউটিউব থেকে চাষ পদ্ধতির জ্ঞানার্জন করে আপেল কুলের চাষাবাদ শুরু করেন। জানা গেছে, বাইশঘড়িয়া এলাকার ওই কৃষকের নাম গোপাল পাল। তিনি জানান আজ থেকে প্রায় আট মাস পূর্বে পাশ্ববর্তী রাজ্য গৌহাটি থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আপেল কুলের চারা গাছ কিনে এনে নিজের প্রায় পাঁচ গন্ডা জমিতে চাষাবাদ শুরু করেন। এই আপেল কুল চাষের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে এবং সময় মতো সঠিক ঔষধ প্রদান না করার ফলে ফলন আশানুরূপ হয়নি। তাছাড়া তিনি বলেন কৃষি দপ্তর যদি সাহায্য সহযোগিতা করতো তবে হয়তোবা আপেল কুলের ফলন আরো ভালো হতো। তবে যাই হোক আর ১৫ থেকে ২০ দিন পর এই আপেল কুল পরিপক্ক হলে সেগুলিকে বাজারজাত করা সম্ভব হবে। আর বাজারজাত করে কৃষক গোপাল পাল হয়তোবা লাভের মুখ দেখতেও পারেন।

মহিলা মহিলাবিদ্যালয়ে নবীন বিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী চাইছেন ভারতবর্ষকে বিশ্ব গুরুর আসনে বসাতে। সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। শনিবার মাতঙ্গিনী প্রতিলতা সভাগৃহে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের নবীন বিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে প্রবেশ এবং সেবার মানসিকতা নিয়ে প্রস্থান। এটা মনে রাখতে পারলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উচ্চ শিক্ষা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুনোদয় সাহা, প্রন্সিপাল মনিদ্বীপা দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। মহিলা মহাবিদ্যালয়ে নতুন ছাত্রীর সংখ্যা ২২০০। এদিন তাদের ববণ করে নেওয়া হয়। মেধার বিকাশের জন্য সমস্ত ধরনের উদ্যোগ রয়েছে শিক্ষাঙ্গন গুলিতে। তাই শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার বলেও জানান মন্ত্রী।

চিকিৎসাধীন মন্ত্রী এন সি দেববর্মাকে দেখতে জিবিতে গেলেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাজ্যের রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী এনসি দেববর্মাকে দেখতে যান উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। শনিবার মন্ত্রী এনসি দেববর্মাকে দেখতে যান উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মন্ত্রী এনসি দেববর্মাকে দেখার পর উপমুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে। মন্ত্রী এনসি দেববর্মার শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর নেন তিনি। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ জানান মন্ত্রী এনসি দেববর্মা একজন রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি সামাজিক নেতা। তিনি একজন লেখকও। বর্তমানে ওনার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। অসুস্থ মন্ত্রী এনসি দেববর্মার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের একাধিক সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩১ ডিসেম্বর।। সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হবার পর প্রথমবারের মতো কদমতলা-কুর্তি বিধানসভায় আসলেন প্রতিমা ভৌমিক। দলীয় কর্মীদের ছিল বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস। আগামী পাঁচ জানুয়ারি ধর্মনগর বিবিআই স্কুল মাঠে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের জনসভার প্রস্তুতি খাতিয়ে দেখতে শনিবার ত্রিপুরার উত্তর জেলায় আসলেন প্রতিমা ভৌমিক।প্রথমে যুবরাজ নগর ও বাগবাসা মন্ডলে দলীয় কার্যসূচি সেরে চুরাইবাড়ি প্রবেশ করতেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে সংবর্ধনায় বাসালেন উত্তর জেলার জিলা পরিষদের সহসভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, কদমতলা কুর্তি মন্ডলের ৪৮ নং বুথ সভাপতি সৌমেন গোস্বামী সহ চুড়াইবাড়ির বিভিন্ন রাজনৈতিক পদাধিকারী যুবকরা।তারপর চুরাইবাড়ি থেকে এক সুবিশাল বাইক র‍্যালির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে আসা হয় কদমতলা-কুর্তি মন্ডল বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে।সেখান থেকে ব্যাটারি চালিত ইরিক্সায় চড়ে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে সদ্য মৃত্যু বরন করা প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি দীনবন্ধু দাসের বাড়িতে গিয়ে সমাবেদনা জানান প্রতি মন্ত্রী। অবশেষে কদমতলার চন্দ্রকলা হলে এক সাংগঠনিক বৈঠকে মিলিত হন প্রতি মন্ত্রী। সেখানে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীমতি ভৌমিক বলেন,হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভোট ভাগাভাগি করার দরকার নেই। মুসলিমরা ভোট দেবেনা এটা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলুন। কদমতলা-কুর্তি কেন্দ্রতে এবার বিজেপিকে চাই।প্রার্থী পদ্মফুল,তাই দলকে জিতাতে হবে। পাঁচ জানুয়ারি ধর্মনগরে অমিত শাহের জনসভা সার্থক করে তুলতে তাঁর এই কার্যকরী সভা ছিল।এদিনের কর্মী সভায় বক্তব্য রাখেন প্রদেশ সম্পাদক যাদব লাল নাথ, মন্ডল সভাপতি রাজা ধর, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব প্রমুখরা।পাশাপাশি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমা ভৌমিক বলেন,সিপিএমকে ক্ষমতায় রাখার জন্য আগে কংগ্রেস পিছন থেকে সাহায্য করেছে। আর এখন কংগ্রেস-সিপিএমের সম্পর্ক প্রকাশ্যে। জনজাতিদের জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস বলুন, পানীয় জল সবকিছুর ব্যবস্থা করেছে বর্তমান সরকার। এডিসি আমাদের দখলে নয় তাই কাজ করতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে মানুষ সেটাও জানে।রাজ্যে আবার বিজেপি সরকার বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফেরার দাবি করেন তিনি।এক কথায় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহের জনসভা ও বিজয় রথকে চূড়ান্ত রূপ দিতে বিজেপির বিভিন্ন সাংগঠনিক বৈঠক অব্যাহত রয়েছে।

বিশালগড়ে নতুন ভোটরদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। আগামী ৩ জানুয়ারি বিশালগড় অফিসটিলাস্থিত টাউন হলে আয়োজিত হতে যাচ্ছে ২৩ বিধানসভা নির্বাচনের নতুন ভোটারদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান।

উক্ত অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে শাসকদল বিজেপি পার্টির যুবমোর্চার কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন।শনিবার বিশালগড় মন্ডলের অন্তর্গত প্রভুরামপুর পঞ্চায়েতে জনসম্পর্ক করা হয় সিপাহীজলা উত্তর জেলা যুবমোর্চার পক্ষ থেকে।এই জনসম্পর্ক অভিযানে অংশ গ্রহন করেন সিপাহীজলা উত্তরের বিজেপির সহ-সভাপতি শান্ত দেবনাথ,বিশালগড় মন্ডল যুব মোর্চার সহ সভাপতি সুবোধ বনিক, সম্পাদক অঙ্কুর দেবনাথ সহ যুব মোর্চার অন্যান্য সদস্যারা। প্রভুরামপুর এলাকার সকল নতুন ভোটারদের উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমস্ত আলোচনা শ্রবণ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করার আহ্বান জানান সিপাহীজলা উত্তর ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে।

কুমারঘাট উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের প্রদান করা হলো ১৬৩১ টি বাইসাইকেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের প্রদান করা হলো ১৬৩১ টি বাইসাইকেল, ১২০ টি এনড্রোয়েড টেবলেট সহ ৭৪৭ টি স্কুল ব্যাগ। জেলা শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শনিবার এলাকার চারটি বিদ্যালয়ের সুবিধাভোগী পড়ুয়াদের মধ্যে সরকারীভাবে দেওয়া হয় এই সামগ্রীগুলো। উপস্থিত ছিলেন শ্রমমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস,জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, কুমারঘাট পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারমেন পবন পাল,বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য অতিথীরা। অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের মানোন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন মন্ত্রী। পাশাপাশি পড়ুয়াদেরও লেখাপড়ার দিকে যত্নবান হবার আবেদন জানান মন্ত্রী।

২০২৪-এ রাহুলই বিরোধী জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী, দাবি কমলনাথের

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : আগামী লোকসভা ভোটে রাহুল গান্ধীই হবেন বিরোধী দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। এমন দাবি করলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ। তাঁর কথায়,"দেশজুড়ে ভারত জোড়ো যাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। তিনি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেন না। দেশের সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর রাজনীতি।"

এক সাক্ষাৎকারে কমলনাথ বলেন, "২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে রাহুল গান্ধী শুধু বিরোধী শিবিরের মুখই নন তিনি প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীও। ইতিহাসে কেউ এত বড় পদযাত্রা করেননি। দেশের জন্য গান্ধীরা ছাড়া আর কোনও পরিবার এতটা আত্মত্যাগ করেননি। রাহুল গান্ধী ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেন না। সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর রাজনীতি।

কমলনাথের এহেন দাবি ঘিরে উঠছে প্রশ্ন। বিরোধী শিবিরের নেতানেত্রীরা কি রাহুলের নেতৃত্ব মেনে নেবেন? এর আগে ২০১৪ ও ২০১৯ সালে রাহুলের নেতৃত্বেই লড়েছিল কংগ্রেস। দুটি নির্বাচনেই দলের ভরাডুবি হয়েছে। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক রেখচিত্রও নিম্নমুখী। উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাতের মত রাজ্যে দল কার্যত সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্যে বেঁচে রয়েছে কংগ্রেসের সংগঠন।

বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী জোটের সওয়াল করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে গিয়েও সলতে পাকিয়ে এসেছেন। একুশের ভোটের পর সনিয়া গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছেন মমতা। তাঁর পক্ষে রাহুলের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। রাহুলের নেতৃত্বে বিরোধী বৈঠকও এড়িয়ে গিয়েছে তৃণমূল। গুজরাটে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, বিরোধী মুখ এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

আশাকর্মী সংঘের সাংগঠনিক সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতির উদ্দ্যোগে একপ্রকাশ্য জনসভার আয়োজন ৫৭ পরিবারের ১৩২ ভোটারের যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। আসন্ন ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডলের জোলাইবাড়ী দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় মাঠে এক প্রকাশ্য জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডা:) মানিক সাহা।

এছাড়াও এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দক্ষিণ জেলা সভাপতি তথা সাব্রুম বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর রায়, শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, ত্রিপুরার কৃষি, পরিবহন ও পর্যটন দফতরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলী দাস দত্ত, ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষি জেলার সম্পাদক বিকাশ বৈদ্য সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার গঠনের পর নানান উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য জনসম্মুখে তুলে ধরেন। পাশাপাশি বাম আমলের বিভিন্ন কাজের তীব্র সমালোচনা করেন তাঁরা। আজকের এই জনসভায় লোকসমাগম দেখে মুখ্যমন্ত্রী খুবই আপ্লুত হন। এদিনের লোকসমাগম দেখে সকলে আশাবাদী আসন্ন ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে। আজ এই জনসভা শেষে অনুষ্ঠিত হয় এক যোগদানসভা। এই যোগদান সভায় সি পি আই এম, তিপ্রামথা ও আই পি এফ টি দল ত্যাগ করে ৫৭ পরিবারের ১৩২ ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেছেন। দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বরণ করে নেন।

গোলাঘাটিতে বিজেপির কার্যকর্তা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ ডিসেম্বর।। নির্বাচন আসন্ন তাই শাসকদল নিজ ঘর মজবুত করতে ব্যস্ত। বিরোধী দল কংগ্রেস সিপিএম এর প্রকাশ্য কাছাকাছি আসায় শাসকদল নিজেদের শক্তি আরও বৃদ্ধি করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। শনিবার গোলাঘাটি বিধানসভার বিজেপির কার্যকর্তাদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। গোপীনগর কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় এই সাংগঠনিক বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য,গোলাঘাটি বিধানসভার বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ, প্রদেশ বিজেপির সম্পাদিকা মৌসুমী দাস, জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক,মন্ডল সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা,মন্ডল প্রভারী দিলীপ চক্রবর্তী সহ মন্ডল স্তরের সমস্ত কার্যকর্তাগণ ও শক্তিকেন্দ্রের ইনচার্জগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন আগামী দেড় মাস জনসম্পর্ক অভিযান জারি রাখুন।কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রকল্প গুলো মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। এমন কোন পরিবার নেই যারা সরকারি সহায়তা পায়নি। তাই প্রতিনিয়ত মানুষের সঙ্গে জনসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বলেন রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি আরও বলেন পঁচিশ বছর কংগ্রেসের সহায়তা নিয়ে সিপিএম শাসন করেছে। ওরা ভোট চাইতে এলে জিজ্ঞেস করবেন পঁচিশ বছর মানুষের জন্য কী কাজ করেছে। খুন সন্ত্রাস সহ অন্ধকারের রাজত্ব ছিল। আজ এই দল নীতিআদর্শ বিসর্জন দিয়ে যৌথ বিবৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেন এই কংগ্রেস সিপিএমের আরও কাছাকাছি আসায় প্রমাণ হয়ে গিয়েছে তাদের কারোরই পায়ের তলার জমি নেই। এতেই স্পষ্ট যে তেইশে বিপুল পরিমাণ আসন নিয়ে পুনরায় বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কংগ্রেস সিপিএমকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছে। ত্রিপুরার শান্তি প্রিয় উন্নয়নকামী মানুষ তাদের উচিত শিক্ষা দেবে।এক এক জন কর্মী বিজেপির এক একজন সৈনিক। সুতরাং এই সৈনিকরা বিজেপির উন্নয়নকে যারা স্তব্ধ করতে চাইছে তাদের যোগ্য জবাব দেবে।

বিপ্লবের ভূমিকায় খুশি দেওঘর ঠাকুর বাড়ি ধন্যবাদ জানালো ত্রিপুরা রাজ্যিক সৎসঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। রাজ্য সভার শীতকালীন অধিবেশনে আগরতলা দেওঘর এক্সপ্রেস (ট্রেন নং ১৫৬২৫-১৫৬২৬) ট্রেনে পেন্টি কার পরিষেবা যুক্ত করা সহ কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে বেশ কয়েকটি দাবি উত্থাপন করেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। দাবির গুরুত্ব অনুভব করে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ইনডেকশন সুবিধা সহ অন্যান্য বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ৬ জুলাই ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সদিচ্ছায় সূচনা হওয়া এই ট্রেনের ফলে পরম প্রেমময় শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ভক্তদের দেওঘরে ঠাকুরের পুন্য ভূমি দর্শনের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে। আজ ত্রিপুরা রাজ্যিক সৎসঙ্গের পক্ষে বিপ্লব কুমার দেবের সরকারী আবাসে উপস্থিত হয়ে, কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি শ্রী দেবের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সৎসঙ্গের পক্ষে, প্রাক্তন মেয়র প্রফুল্লজিৎ সিনহা, বিপ্লব কুমার দেবের ভুয়সী প্রশংসা করে বলেন, সৎসঙ্গীরা উনার এই প্রয়াসে ফলে ভীষণ খুশি। এর ফলে, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ভক্তদের সুবিধা হবে। দেওঘর ঠাকুর বাড়িও এই পদক্ষেপ সম্পর্কে জেনে খুশি।

উল্লেখ্য, ২০ ডিসেম্বর রাজ্য সভার অধিবেশনে এই সংক্রান্ত জোরালো দাবি উত্থাপন করে বিপ্লব কুমার দেব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আন্তরিকতায় সূচনা হওয়া আগরতলা দেওঘর এক্সপ্রেস ট্রেনে যাত্রী সুবিধার্থে পেন্টি কার, নিরামিষ আহারের সুবিধা সহ কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে বেশ কয়েকটি দাবি উত্থাপন করেন। দাবির স্বপক্ষে তিনি উল্লেখ করেন, বিশেষত দেওঘরের পবিত্র স্থানে দর্শনের লক্ষ্যে, এই ট্রেনটির অধিকাংশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।